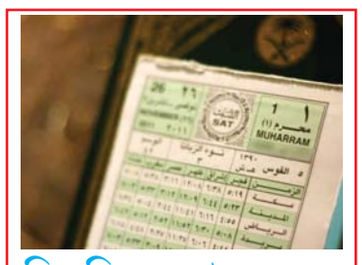

হিজরি সন থেকে সরল সৌদি, সরকারি কাজ হবে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে

সারে-জমিন

প্রতিবাদ করলেই মোদি সরকার এজেন্সি লাগাচ্ছে

গ্রাম-বাংলা

গাজা যেন গুয়ের্নিকা হয়ে উঠেছে

সম্পাদকীয়

একজন একা মানুষ: এই শহরে

রবি-আসর

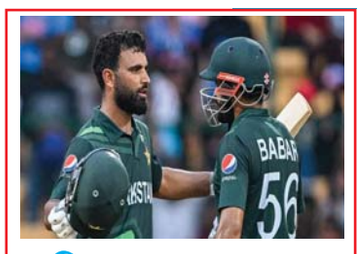

পাকিস্তান জেতার ফলে সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৫ নভেম্বর, ২০২৩
১৮ কার্তিক ১৪৩০
২০ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 297 ■ Daily APONZONE ■ 5 November 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

জাতিশুমারির অনুমোদন অন্ধ্রপ্রদেশ মন্ত্রিসভায়

আপনজন ডেস্ক: বিহারের পর অন্ধ্রপ্রদেশে জাতিশুমারি করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে জাতিশুমারি অনুমোদন করা হয়েছে। এই বৈঠকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।
আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে এই আদমশুমারি করার অনুমতি দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ২০ নভেম্বরের পর কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এপিকে ৬টি জোনে চাকরি ক্যাডার নিয়োগের অনুমোদনের পাশাপাশি সাংবাদিকদের বাড়ি দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়।
উল্লেখ্য যে, একই বছরের ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বিহার সরকার রাজ্যে বসবাসকারী মানুষের জাত-ভিত্তিক তথ্য প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবেদনটি পরে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্ধ্রে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩৬.০১ শতাংশ অত্যন্ত অনগ্রসর, ২৭.১২ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণী, ১৯.৬৫ শতাংশ এসসি, ১.৬৮ শতাংশ এসটি ও ১৫.৫২ শতাংশ অ-সংরক্ষিত।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের হাতে বিজেপি নেতা খুন

আপনজন ডেস্ক: ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের তিন দিন আগে নারায়ণপুর জেলায় শনিবার মাওবাদীদের হাতে রতন দুবে নামে বিজেপি এক নেতা নিহত হয়েছেন। নারায়ণপুর জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি রতন দুবেকে ৭ ও ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় কৌশলনগর গ্রামের বাজারে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং জড়িতদের ধরার চেষ্টা চলছে বলেও বলে ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে।
এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে বিজেপি নেতা ওম মাথুর বলেন, ছত্তিশগড় বিজেপির নারায়ণপুর বিধানসভার আহ্বায়ক এবং নারায়ণপুর জেলা সহ-সভাপতি রতন দুবেজিকে মাওবাদীরা নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। এর আগে গত ২০ অক্টোবর মোহলা-মানপুর-আম্বাগড় চৌকি জেলার সারখেদা গ্রামে সন্দেহভাজন মাওবাদীরা বিজেপি কর্মী বিরজু তারামকে গুলি করে হত্যা করে। নারায়ণপুর ২০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে একটি যেখানে ৭ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৯০ সদস্যের বিধানসভায় দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ১৭ নভেম্বর এবং ভোট গণনা হবে ৩ ডিসেম্বর।

চাকরি গেল ৯৪জন প্রাথমিক শিক্ষকের

টেট পরীক্ষা না দিয়েই মিলেছিল নিয়োগ

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড ৯৪ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করল। সূত্র জানিয়েছে, আগামী সোমবার থেকে চাকরি বাতিলের এই নির্দেশ কার্যকর হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম পাল এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। এর মধ্যে ওই ৯৪ জন শিক্ষককে চিহ্নিত করে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সামনে কালীপূজা। একই সঙ্গে ৯৪ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ায় এ নিয়ে জোরালো আলোচনা শুরু হয়েছে। শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর শিক্ষকদের চাকরি বাতিল করার সদ্ধান্ত নেয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড।
এ ব্যাপারে জানা যাচ্ছে, যারা চাকরি হারিয়েছেন তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মানিক ভট্টাচার্য যখন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সিভাপতি ছিলেন সেই সময়ের। তবে, মানিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে তাকে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত হয়। সেই তদন্তে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে মানিক ভট্টাচার্য এখন কারাগারে। তাই সেই তদন্ত চলাকালীন পুনরায় অবৈধভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের চাকরি বাতিলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূত্র জানিয়েছে, ২০১৪ ও ২০১৬ সালে টেট উত্তীর্ণ না হয়েও প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগকৃত এসব শিক্ষকের চাকরি চ্যুত করার জন্য বেশ কয়েকটি জেলার ডিপিএসসি চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। সূত্র জানায়, ৯৪ জন টেট পাস করেননি। পরিবর্তে, প্রাথমিকভাবে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। প্রাথমিকে শিক্ষক নিযেঅগ মামলায় মামলায় করকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন তোলেন, টেট পাস না করে প্রার্থীরা কীভাবে চাকরি পেলেন। বিচারপতি বোর্ডের কাছ থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতকে পাঠানো রিপোর্টে বোর্ড জানায়, টেট পাস না করেই চাকরি পাওয়ার অভিযোগ ওঠে ৯৬জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। আদালতের নির্দেশে চাকরি প্রার্থীদের ডেকে তদন্ত শুরু করেছে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড। তাদের মধ্যে ৯৪জন চাকরি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে না পারায় তাদের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। কলকাতা হাইকোর্টে জমা দেওয়া রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, ৯৪ জনকে চিহ্নিত করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় আদালত তার চাকরি বাতিলের সুপারিশ করে। যে সব নথি সামনে আনা হয়েছে, তাতে ৯৪ জনকে নিয়োগে গাফিলতির কথা উঠে এসেছে। গত শনিবার প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড ৯৪ জন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দেয়। সোমবার থেকে তা বলবৎ করা হচ্ছে বলে বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে।

আদিবাসীদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করে বিজেপি: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: ছত্তিশগড়ে প্রথম দফার ভোটের তিন দিন বাকি থাকতে শনিবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি জগদলপুরে একটি জনসভায় ভাষণ দেন। রাহুল গান্ধি বলেন, তারা (বিজেপি নেতারা) আদিবাসী যুবকদের উপর প্রস্রাব করে, তারপর ভিডিওটি ভাইরাল করে। তারা আদিবাসীদের দেখাতে চায় তাদের স্থান কোথায় হওয়া উচিত! রাহুল বলেন, 'বনবাসী' শব্দটি বিজেপি নিজেদের জন্য উদ্ভাবিত করেছিল। তারা মনে করে তাদের স্থান বনে থাকা প্রাণীদের মতো হওয়া উচিত, যেমন তাদের নেতারা পশুদের সাথে আচরণ করেন। তাদের মনে, তোমরা (আদিবাসীরা) বনের বাসিন্দা। বিজেপি এই শব্দটি (আদিবাসী) ব্যবহার করে না কারণ তারা জানে যে তারা যদি এই শব্দটি ব্যবহার করে তবে তাদের আপনার বন, জল এবং জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, কংগ্রেস আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী বিল, পেসা আইন এবং 'ভূমি অধিগ্রহণ আইন' নিয়ে এসেছিল। এটি স্পষ্টভাবে বলেছে যে আদিবাসী গ্রামের গ্রামসভার অনুমতি ছাড়া কেউ আদিবাসীদের জমি নিতে পারবে না। আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি।আদিবাসী মানে দেশের প্রথম এবং প্রকৃত মালিক।

উত্তরপ্রদেশে এবার আমানুল্লাহপুরের নাম বদলে হল যমুনা নগর

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার সীতাপুর জেলার আমানুল্লাহপুর গ্রামের নাম পরিবর্তন করে 'জামনা নগর' করেছে। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজস্ব সুধীর কুমার গর্গ ৩ নভেম্বর এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। সীতাপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লখনউয়ের বিভাগীয় কমিশনারের কাছে প্রস্তাব পাঠান, যিনি এটি অনুমোদন করেন এবং রাজস্ব পরিষদকে এটি বিবেচনা করতে বলেন। এর ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা কমিটি সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠায়। এরপর সরকারি পর্যায় থেকে গ্রামের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে উত্তরপ্রদেশ রাজস্ব আইনে প্রদত্ত সুবিধার ভিত্তিতে গ্রামের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন আমানুল্লাহপুর যমুনা নগর হিসেবে পরিচিতি পাবে।
উল্লেখ্য, অগাস্টেই সীতাপুর জেলার আমানুল্লাহপুর গ্রাম সহ রাজস্থানের একটি রেলস্টেশন ও তিনটি গ্রামের নাম পরিবর্তনের অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার উদয়পুর জেলার কান্নোদ তহসিলের 'খামওয়াত কা খেদা'-র নাম 'খেম সিং জি কা খেদা' এবং যোধপুর জেলার ফলোদি তহসিলের 'বেঙ্গাটি কালা'-এর নাম পরিবর্তন করে 'বেঙ্গাতি হারবজি' করেছে। জালোর জেলার সাইলা তহসিলে 'ভান্ডোয়া'-এর নাম পরিবর্তন করে 'ভান্দুপোরা' রাখার সুপারিশ করা হয়। উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার আমানুল্লাহপুরের নাম বদলে যমুনা নগর করার জন্যও এনওসি দেওয়া হয়েছিল।
এছাড়াও, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ওড়িশার খোর্ধা বিভাগের হরিদাসপুর-প্রদীপের রত্নাগিরি রোড রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ওদেগিরি-রত্নাগরী রোড রেলওয়ে স্টেশন করার অনুমোদন দিয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন যে ডাক বিভাগ এবং ভারতীয় জরিপ বিভাগ থেকে এনওসি পাওয়ার পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে একটি স্থান বা স্টেশনের নাম পরিবর্তনের অনুমোদন দিতে হবে। এই বিভাগগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের রেকর্ডে প্রস্তাবিত নামের মতো কোনো শহর বা গ্রাম নেই। কর্মকর্তাদের মতে, একটি গ্রাম বা শহর বা স্টেশনের নাম পরিবর্তন করতে একটি নির্বাহী আদেশের প্রয়োজন হয়।

হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরুর থেকে কম টাকায় নার্সিং পড়ার সুযোগ

ভর্তি চলছে

GNM
NURSING
(3 YRS)

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য

আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে বদ্ধ পরিকর বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

BUDGE BUDGE
INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত

অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

২০০ বেড সমৃদ্ধ আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনও শাখার ছাত্রদের জন্য সুযোগ

উচ্চমাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই ভর্তির যোগ্য

মুহাম্মদ শাহ আলম চেয়ারম্যান ● ড. মোশারফ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান

যোগাযোগ

ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

চণ্ডীপুর মোড় ● বিড়লাপুর রোড ● বজবজ ● কলকাতা-৭০০১৩৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ২৯৭ সংখ্যা, ১৮ কার্তিক ১৪৩০, ২০ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

শান্তির ললিত বাণী

মানুষ কী চাহে? কী না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না? মূলত দুইটি জিনিস না থাকিলে জীব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। ইহার একটি হইল খাদ্য, অন্যটি হইল রিপ্রোকাডশন, অর্থাৎ প্রজনন। মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং এই দুইটির পাশাপাশি মানুষ আরও একটি চাহে–তাহা হইল শান্তিতে বসবাস। বলা যায়, শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিবার স্বার্থেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সিন্ধু সভ্যতা হইতে শুরু করিয়া মিশরীয়, সুমেরীয়, পারস্য, ব্যাবিলনীয়, রোমান প্রভৃতি সভ্যতার মূলে ছিল মানবজীবনে স্বস্তিদান করা। একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে উত্পাদন ও সম্পদ অর্জনের দিক দিয়া মানবজাতি আজ এমন এক অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে যে, বিশ্বের ৭৫০ কোটি মানুষকে স্বস্তিদায়ক ও সম্মানজনক জীবন উপহার দেওয়া খুব কঠিন কাজ নহে। কারণ, বিশ্বব্যাপী উৎপাদন বাড়িতেছে, সম্পদ বাড়িতেছে, মাথাপিছু গড় আয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িতেছে। বলা যায়, সকল দেশেই কমবেশি বাড়িতেছে প্রাচুর্য ও ভোগবিলাস; কিন্তু এত প্রাচুর্যময় পৃথিবীতেও মানুষের মনে স্বস্তি নাই। শান্তি নাই। কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীতেও একজন রাজা-বাদশা চাহিলেও আজিকার মতো ভোগবিলাস করিতে পারিত না। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন মেম্বারের বাড়িতেও এমন ব্যবস্থা থাকে, গরম লাগিলে এক সুইচেই ঠাণ্ডা হাওয়া, ঠাণ্ডা লাগিলে গরমের ব্যবস্থা। ভোগবিলাস খাদ্যখানায় বিচিত্র রেসিপি, যখন-তখন দেশবিদেশে বেড়াইতে যাওয়া–সকল কিছুই যেন আলাদিনের চেরাগের মতো, চাহিলেই পাওয়া যায়। এত কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তি কোথায়? কোথায় পালাইল শান্তি? শান্তি কি আসে? প্রখ্যাত কবি শহীদ কাদরী যেমন লিখিয়াছেন–'প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই/ কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...'।

কেন শান্তি পাইবে না? আসলে শান্তি হইল দুইটি বিষয়ের সমন্বয়। উহার একটি হইল–নিরাপত্তা, অন্যটি হইল আমাদের মানসিক দিক। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়–পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া; কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। কথিত উদার গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ ইত্যাদির ভিতর দিয়াই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিচিত্র ধরনের যুদ্ধাবস্থা দেখা যাইতেছে। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে–'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।' (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত :১১)।

স্পষ্ট কথা হইল–মানুষ গণতন্ত্র বোঝে না, শান্তি বোঝে। মানুষ শান্তিতে ঘুমাইতে চাহে। নিরাপত্তার সহিত নিশ্চিন্তে বসবাস করিতে চাহে। কাণ্ডারি হুঁশিয়ার কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলিয়াছেন–'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ'। সন্তরণ অর্থাৎ সাঁতার না জানিয়া আমরা স্বখাদ সলিলে ডুবিতেছি। তাহা হইলে উপায়? ইংরেজিতে একটি কথা আছে–ওয়ার ফর পিস। অর্থাৎ শান্তির জন্য যুদ্ধ; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শান্তির অহিংস বাণী এইভাবেও শুনাইয়াছেন যে–'চোখের বদলা লইতে অন্যের চোখ উপড়াইয়া লইলে একসময় সমগ্র পৃথিবী অন্ধ হইয়া যাইবে।' সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিতে হয় রোনাল্ড রিগানের কথা–'শান্তি মানে সংঘাতের অনুপস্থিতি নহে, ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত পরিচালনা করিবার ক্ষমতা।' জটিল কথা। যেমনটি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যায়কে সহ্য না-করিবার কথা। তিনি আরেকটি কবিতায় বলিয়াছেন–'নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,/ শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস–।'

সত্যিই কি শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনাইবে? ইহার চাইতে পরিতাপের কথা আর কী হইতে পারে? সুতরাং কবির কণ্ঠে আমরাও বলিতে চাই–'বিদায় নেবার আগে তাই/ ডাক দিয়ে যাই/ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/ প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

গাজা যেন গুয়ের্নিকা হয়ে উঠেছে

দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনির জনগণ যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে, যে ধরনের ভীতির মধ্যে বসবাস করছে, তা যে কোনো মহাকাব্যকেও হার মানায়। ১৯৪৮ সালের বিপর্যয়কর ঘটনার পর, যখন নিজের বসতবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল লাখ লাখ ফিলিস্তিনি, তখন বিশ্ববাসী ঠিকই বুঝতে পেরেছিল, 'নাকবা' কথার তাত্পর্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে! ফিলিস্তিনি জনগণের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা–এ সবই 'নাকবা' শব্দের বাস্তবতা; অর্থাত্, ফিলিস্তিনবাসীর জন্য 'নাকবা'র অর্থ হচ্ছে ভূতুড়ে অবস্থার অবতারণা, গাঢ় অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বটে। লিখেছেন **ফাওয়াজ তুর্কি**।

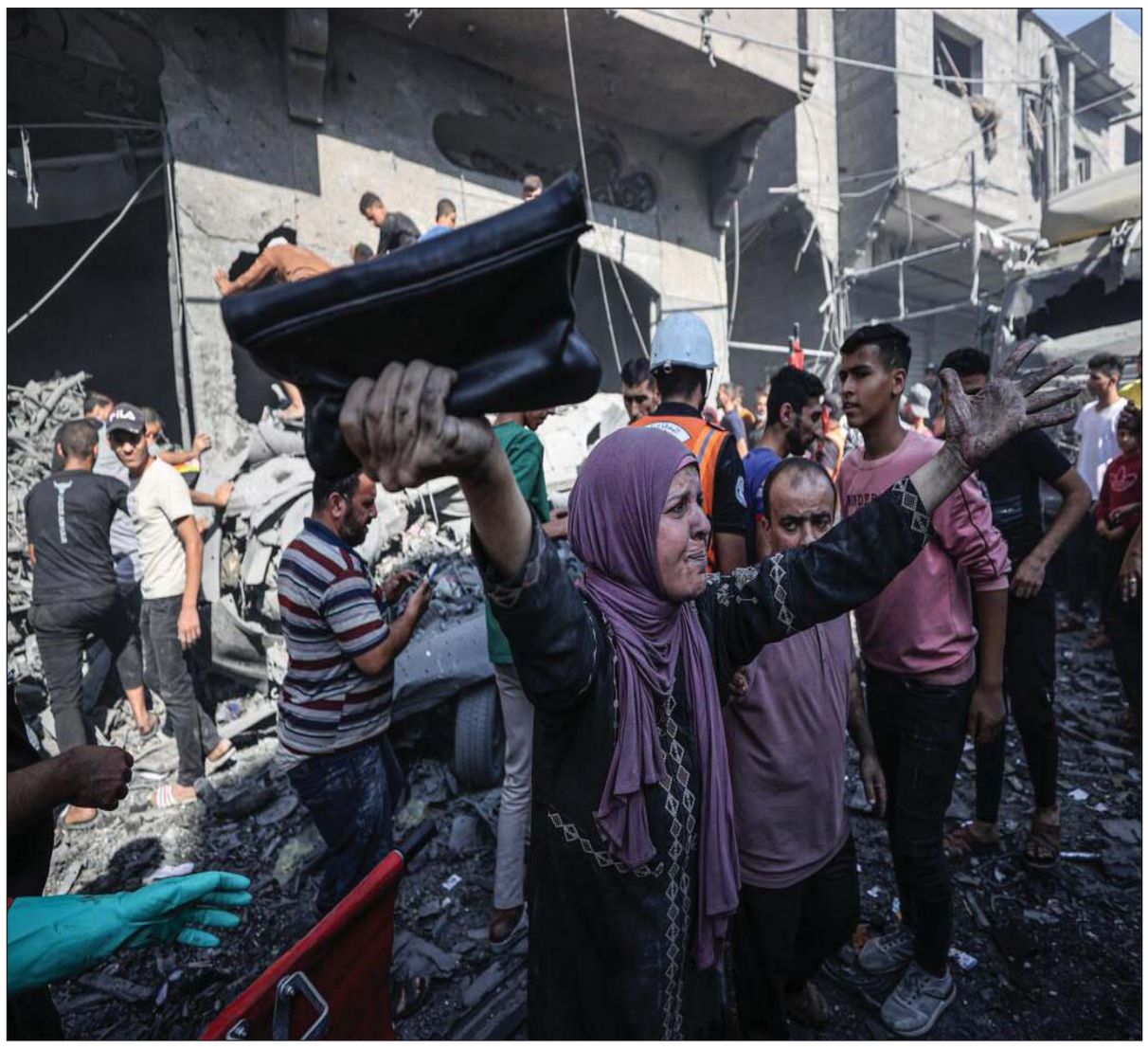

হামাসের হামলার পর ইসরাইলি বাহিনীর পালটা আক্রমণের মুখে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়ে ওঠা গাজা উপত্যকার চিত্র দেখে আঁতকে উঠবে যে কেউই। সাইকোথেরাপিস্ট কিংবা চিকিত্সকেরা বলে থাকেন, চরম দুর্ভোগ-দুর্দশা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় আমাদের মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে পড়ে, মাথা কাজ করে না ঠিকঠাকভাবে। গাজা জুড়ে যে অবর্ণনীয় অরাজকতা-অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা চলছে, তা নিয়ে ভাবতে গেলে মাথার অবস্থা কী হবে, ভাবুন একবার! বিশেষজ্ঞরা এ-ও বলে থাকেন, ঘুটঘুটে অন্ধকার পরিস্থিতি মনের গহিনে প্রবেশ করে মস্তিষ্ককে একেবারে অকেজো করে ফেলে; অর্থাত্, গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে যারা নিয়মিত খোঁজখবর রাখছেন, তাদের মনের অবস্থা কী, তা না বললেও বুঝতে পারার কথা।

গাজা উপত্যকার হাজার হাজার মহিলা ও শিশুর বেদনাবিধুর–আঁতকে ওঠা মুখের চিত্র নিয়ে ভাবতেও কষ্ট হয়। পুরো ফিলিস্তিনির অবস্থা তাহলে কী, বুঝতে পারছেন? যেন ইসরাইলি বিমান হামলায় মারা যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র! খাদ্য ও পানির তীব্র সংকটের মুখে অনাহারে ধীরে ধীরে মারা যাওয়ার প্রহর গোনা। কী বীভত্স অবস্থা! চরম সত্য কথা হলো, গাজা তথা ফিলিস্তিনির ভুক্তভোগী জনগণের কষ্ট যত বাড়ে, আমাদের (যেসব ফিলিস্তিনি প্রবাসে আছি) অনুভব-অনুভূতির পারদ ওপরে ওঠে সমান তালে। প্রকৃতপক্ষেই, কষ্ট-আবেগ-অনুভূতি ভুক্তভোগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিই আমরা। এরকমটা চলে আসছে বহুকাল ধরে।

মাস পেরোতে চলেছে, কিন্তু বন্ধ হয়নি গাজার সংঘাত। যুদ্ধের ময়দান হয়ে উঠেছে রক্তলাল। মৃতের সারি দীর্ঘ হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। ইতিমধ্যে ৮ হাজার ছাড়িয়েছে নিহতের সংখ্যা। দুঃখজনক সংবাদ হলো, ৩ হাজারের বেশি শিশু নির্বিচারে নিহতের শিকার হয়েছে এই হানাহানিতে। আহত ২০ হাজারের বেশি; অর্থাত্, গাজার পরিস্থিতি কতটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা সহজে অনুমেয়। ইসরাইলি বাহিনীর বিমান হামলা না থামলে বেঘোরে মারা পড়বে আরো অনেকে। এই আশঙ্কা আমার মতো অনেকের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। আসলেই, আমাদের অন্তর অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে গাজার অবস্থা লক্ষ করে। অনেকেই জানেন, গাজাকে একসময় বলা হতো 'কারাঞ্চল'–এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের কারাবন্দি হিসেবেই দেখা হয় আজও। আজকের গাজা পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে। ইসরাইলি সেনারা যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে ও চালাচ্ছে এই উপত্যকা জুড়ে, তা কেবল চরম ঘৃণ্য কাজই নয়, এ যেন হিংস্রতার চূড়ান্ত পর্যায়।

বাস্তবতা হলো, গত চার সপ্তাহ ধরে এই ছোট্ট ভূখণ্ডে ইসরাইলি সেনারা যেভাবে বোমাবর্ষণ করেছে, তাতে করে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ একে 'আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত সামরিক অভিযান' হিসেবেই গণ্য করছে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জার্মানির ড্রেসডেন শহরকে যেভাবে বোমা হামলার মাধ্যমে ঝাঁজরা করে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে গাজার ঘটনার পুরো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ এক বর্বর কর্মকাণ্ড!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একদম শেষের দিকে ড্রেসডেনের প্রায় ২৫ হাজার বাসিন্দাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়–হত্যাকাণ্ড সব সময়ই নিন্দনীয়। ঐ ঘটনা 'যুদ্ধাপরাধ' হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এই বিচারে, গাজার ঘটনাও যুদ্ধাপরাধের শামিল। গাজার নৃশংসতা নিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। খোদ ওয়াশিংটন পোস্টের এক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, 'বিশ্ব জুড়ে গাজা নিয়ে প্রতিবাদ চলছে। বহু বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমেছে। এই সংখ্যা যে কত, তার সঠিক সংখ্যা জানা না গেলে দেশে দেশে যে লাখ লাখ লোক রাজপথ গরম করছে, তা নিশ্চিত।'

> আমরা এই ভূমির আদি বাসিন্দা। এই ভূমি আমাদের। আমরাই এর প্রকৃত মালিক। সুতরাং, এই পুণ্যভূমিতে যত রক্তই ঝরুক, যত বুলেট-বোমাই পড়ুক, আমরা এই মাটি ছেড়ে যাব না। পুণ্যভূমি কামড়ে পড়ে থাকব শেষ দিন পর্যন্ত। শুরু থেকেই ফিলিস্তিনে বসবাস করে আসছি আমরা এবং যতদিন সূর্যের আলো পড়বে এখানে, ততদিন পর্যন্ত এই মাটি মুখরিত হতে থাকবে আমাদের পদচারণাতেই।

ভালো করে লক্ষ করুন, বিক্ষোভকারীরা যখন গাজার অসহায় মানুষের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছে, গাজাবাসীর রক্ত ঝরানোর প্রতিবাদ করছে, অমানবিকতা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ দিচ্ছে, তখন অবশ্যই তা অন্য মানুষকে গাজা তথা ফিলিস্তিনির পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করছে। এই প্রতিবাদী আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে আরো বিস্তৃত পরিসরে, সন্দেহ নেই।

যদি জানতে চাওয়া হয়, গাজার চলমান পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনির অন্য অঞ্চলের বাসিন্দারা কেমন অনুভব করছে? একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে ভালো করেই জানি, ঠিক কেমন লাগছে ফিলিস্তিনিদের! কী আগুন জ্বলছে মানুষের মনে!

এক্ষেত্রে একটামাত্র শব্দই উচ্চারণ করতে হয়, 'নাকবা–চরম বিপর্যয়'।

দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনির জনগণ যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে, যে ধরনের ভীতির মধ্যে বসবাস করছে, তা যে কোনো মহাকাব্যকেও হার মানায়। ১৯৪৮ সালের বিপর্যয়কর ঘটনার পর, যখন নিজের বসতবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল লাখ লাখ ফিলিস্তিনি, তখন বিশ্ববাসী ঠিকই বুঝতে পেরেছিল, 'নাকবা' কথার তাত্পর্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে! ফিলিস্তিনি জনগণের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা–এ সবই 'নাকবা' শব্দের বাস্তবতা; অর্থাত্, ফিলিস্তিনবাসীর জন্য 'নাকবা'র অর্থ হচ্ছে ভূতুড়ে অবস্থার অবতারণা, গাঢ় অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বটে।

হ্যাঁ, আমরা ফিলিস্তিনিরা এই যুদ্ধকে সত্যিকারের রক্তক্ষয়ী হিসেবেই দেখছি। গাজায় কী চলছে? বোমার শব্দে ভারী হয়ে থাকছে প্রতিটা মুহূর্ত। ভবনগুলো ধসে পড়ছে বোমার আঘাতে। বয়ে যাচ্ছে রক্তের স্রোত। এখানে বাবা হওয়া মানে নিজের সন্তানদের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখা! গাজার সন্তান হওয়া মানেই পিতামাতার লাশ কাঁধে নিয়ে চলা। কী দুঃখজনক অবস্থা! এ যেন চিরস্থায়ী ট্র্যাজেডি।

ভাবুন তো, গাজা নিয়ে যদি আজ কোনো চিত্রকর্ম আঁকতে বলা হয়, শিল্পীরা কী আঁকবেন? অবশ্যই পিকাসোর গুয়ের্নিকার চিত্র দেখতে পাব আমরা। সন্দেহ নেই, গুয়ের্নিকাই ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী চিত্রকর্ম, যা ভয়াবহতা, দুর্ভোগ ও বিশৃঙ্খলার জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। এটাই ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী চিত্রকর্ম, যা নৃশংসতার জীবন্ত সাক্ষী। গাজার জনগণের সঙ্গে যা ঘটছে, যে ভয়াবহ যুদ্ধ গাজাবাসীর চোখের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, তা যদি শিল্পীর তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, তা হার মানাবে গুয়ের্নিকার বীভত্স ভয়াবহতাকেও।

আমরা যারা প্রবাসী ফিলিস্তিনি আছি, গাজার চিত্র দেখে নিজেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, আমরা তো আরামে, নিরাপদে আছি, কিন্তু গাজার জন্য কতটুকু, কী করছি? মাতৃভূমিতে বাস করার, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটানোর বাসনা সবার মতো আমাদেরও আছে। সুতরাং, আমাদের কি বসে থাকা উচিত? ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। গাজার মারাত্মক পরিস্থিতি লক্ষ করুন। দেখুন, কী ভয়াবহতা ঘিরে ফেলছে গাজাকে! কী দুর্ভোগ-দুর্দশা গ্রাস করছে! কী বিশৃঙ্খল ভূমিতে পরিণত হয়েছে আমাদের মাতৃভূমি! টিভির পর্দায় আমরা যখন এসব দৃশ্য দেখছি, তখন কি আসলেই বুঝতে পারছি, কী নারকীয় কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে মৃত্যুপুরী গাজায়? সুতরাং, আমরা প্রবাসী ফিলিস্তিনিরা কেন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে দুঃখকষ্ট ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য সেখানে ছুটে যাচ্ছি না, যেতে পারছি না?

মনে রাখতে হবে, আমরা এই ভূমির আদি বাসিন্দা। এই ভূমি আমাদের। আমরাই এর প্রকৃত মালিক। সুতরাং, এই পুণ্যভূমিতে যত রক্তই ঝরুক, যত বুলেট-বোমাই পড়ুক, আমরা এই মাটি ছেড়ে যাব না। পুণ্যভূমি কামড়ে পড়ে থাকব শেষ দিন পর্যন্ত। শুরু থেকেই ফিলিস্তিনে বসবাস করে আসছি আমরা এবং যতদিন সূর্যের আলো পড়বে এখানে, ততদিন পর্যন্ত এই মাটি মুখরিত হতে থাকবে আমাদের পদচারণাতেই।

লেখক: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক। 'দ্য ডিসইনহেরিটেড :জার্নাল অব আ ফিলিস্তিনি এক্সাইল' বইয়ের লেখক।
গালফ নিউজ থেকে অনুবাদ

বেথান মেকারনান

নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নড়বড়ে

এক দশক ধরেই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবি উঠছে। এই দাবির পেছনে যুক্তি নেহাত কম নয়। তাঁর আমলে ব্যাপক সামাজিক বৈষম্য, আবাসনসংকট, তাঁর নিজের নোংরা জনতুষ্টিবাদী আচরণ, দুর্নীতির অভিযোগ ছিলই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ।

বারবারই নেতানিয়াহু বেঁচে গেছেন। গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধ শুরু করে। এর মধ্যে আবারও নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবি ওঠে। নেতানিয়াহু তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী জোয়ায়েভ গ্যালান্ত ও বিরোধীদলীয় নেতা বেনি গ্যান্তজকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। গত শনিবার রাতে এই মন্ত্রিসভার প্রথম সংবাদ সম্মেলন ছিল। নিষ্প্রভ ওই সম্মেলনে নেতানিয়াহুকে অসংলগ্ন মনে হয়েছে। এরপর যখন সাংবাদিকেরা কড়া কড়া প্রশ্ন করতে শুরু করেন, তখন তিনি দ্রুত সরে যান।

এরপর তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি ধৃষ্টতাপূর্ণ বার্তা পোস্ট করেন। ওই পোস্টে তিনি ৭ অক্টোবরের হামলা ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, হামাসের হামলা বা যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। এই দাবি শতভাগ সত্য নয়।

নেতানিয়াহু জেনারেলদের ওপর দায় চাপানোয় ইসরায়েলের মানুষ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। পরদিন তিনি অথবা তাঁর কার্যালয়ের কেউ ওই মন্তব্যটি মুছে ফেলে পোস্টটির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ৬২ বছর বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল নোয়াম তিবন তাঁর ছেলের পরিবারকে রক্ষার জন্য কিবুতজে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি এখন নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবি করছেন। তিনি ইসরায়েলি টিভি চ্যানেল ১২-তে বলেছেন, 'মানুষ নিরাপত্তা বোধ করছে কি না, সেটা জরুরি। তাদের নিশ্চিত হতে হবে যে এই যুদ্ধে তারা জয়ী হবে। আমার মনে হয় না নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে আমরা জয়ী হব।'

ইসরায়েলের বামপন্থী সংবাদপত্র হারেৎজ সোমবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনে তারা লিখেছে, 'পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু দুটি বস্তুই ইসরায়েলের দখলে। একটা হলো ডেড সি আর অন্যটি হলো নেতানিয়াহুর আচরণ। একটা প্রাকৃতিক বিস্ময়, অন্যটি রাজনৈতিক গোঁজামিল।' লিকুদের বেশ কয়েকজন সদস্য নাম না প্রকাশ করে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন পত্রিকাটিকে। সেখানে তাঁরা বলেছেন, নেতানিয়াহু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন।

যুদ্ধের কারণে স্থানচ্যুত ১ লাখ ২০ হাজার মানুষ এবং হামাসের হাতে জিম্মি ২৪০ জনের ব্যাপারে উদাসীনতা এই ক্ষোভকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

শনিবারের সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছিল নেতানিয়াহুর সমর্থন দ্রুত কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে। সংবাদ সম্মেলনে তাঁর কথাবার্তা ও মধ্যরাতে করা টুইট তাঁর সমর্থনে ধস নামিয়েছে। রেইখম্যান ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফর লিবার্টি অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি হামাসের হামলার ১০ দিন পর একটি জরিপ চালায়। ওই জরিপের ফলাফল হলো হামাসের হামলার পর নেতানিয়াহু সরকারের কার্যক্রমে ইসরায়েলের ৭৬ শতাংশ মানুষ বিরক্ত। নেতানিয়াহুর সমর্থন তলানিতে, ১০-এ তিনি পেয়েছেন ৩.৯।

নেতানিয়াহু স্বেচ্ছায় পদ ছাড়বেন, এমন সম্ভাবনা নেই। হয়তো সরকারের ভেতর থেকে আস্থা ভোট হবে, তাতে তিনি পদ ছাড়তে বাধ্য হবেন। তখন হয়তো আরও মধ্যপন্থী একটি সরকার হবে।

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ
বেথান মেকারনানগার্ডিয়ান-এর জেরুজালেম প্রতিনিধি

প্রথম নজর

হিজরি সন থেকে সরে এল সৌদি, সরকারি কাজ হবে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের সরকারি কাজে হিজরি ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ব্যবহার শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার। সম্প্রতি সৌদি ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ বিন সালমানের নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংবাদমাধ্যম আরব নিউজের প্রতিবেদনে জানানো হয়, সকল সরকারি পদ্ধতি এবং লেনদেনের সময় পরিমাপের জন্য গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, শরিয়া বিধির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে সময় পরিমাপের জন্য হিজরি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করার সুস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে নিয়ম শিথিলের সুযোগ রয়েছে।

এর আগে, ২০১২ সালে সৌদি আরব সরকারি-বেসরকারি সকল কাজ এবং অফিশিয়াল লেনদেনে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সে সময় হিজরি তারিখ এবং আরবি ভাষার ব্যবহার কঠোরভাবে মেনে চলার ব্যাপারে সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে, হিজরি তারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহারের অনুমতি ছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি আরব উল্লেখযোগ্য আর্থসামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশটিতে এখন বিশাল সংখ্যক প্রবাসী কর্মীর বসবাস। সর্বশেষ আদমশুমারির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গত মে মাসে প্রকাশিত সৌদি পরিসংখ্যান বিভাগের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ২২ লাখ- যার ৪১ দশমিক ৫ শতাংশই বিদেশি।

ফিলিস্তিনকে সাড়ে ৬ কোটি ডলার সহায়তা দেবে জাপান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর নজিরবিহীন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বেসামরিকদের জন্য ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার মানবিক সহায়তা প্রদান করবে জাপান।

শনিবার (৪ নভেম্বর) দেশটির অর্থমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া এ ঘোষণা দিয়েছেন। ফিলিস্তিনকে সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দেওয়া ছাড়াও ইহুদি ও ফিলিস্তিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

রাজধানী টোকিওতে এক সংবাদ সম্মেলনে কামিকাওয়া বলেন, 'আমরা ফিলিস্তিনকে মানবিক সহায়তা হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার দিচ্ছি এবং আমরা আশা করব, এই টাকা গাজার যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার বেসামরিক লোকজনের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।'

'জাপান দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের (টু স্টেট সলিউশন) পক্ষে। আমরা মনে করি, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন যদি পরস্পরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে না থাকতে পারে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল সম্ভব নয়।'

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গত এক মাসের অভিযান ও সহিংসতার ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলনে কোনো বক্তব্য দেননি জাপানের অর্থমন্ত্রী। তবে চলতি মাসেই জাপানে বিশ্বের সাত শিল্পোন্নত দেশের জোট জি-৭ সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। সেই সম্মেলনে হামাস ও ইসরায়েলের সাম্প্রতিক যুদ্ধ আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বা এজেন্ডা থাকবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা।

এর আগে গত ১৭ অক্টোবর গাজার বেসামরিকদের জন্য ১ কোটি ডলার মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছিল জাপান।

'গাজায় সহিংসতায় যাদের প্রাণ না কাঁদে, তাদের হৃদয় পাথরের তৈরি'

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হানাদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা নিয়ে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেছেন, 'গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর পরিকল্পিত সহিংসতায় হতাহত শিশু-নারী ও বেসামরিক লোকজনকে দেখেও যাদের প্রাণ কেঁদে না ওঠে, তাদের হৃদয় পাথরের তৈরি।'

শুক্রবার (৩ নভেম্বর) মস্কোতে এক উচ্চ পর্যায়ের সরকারি বৈঠকে পুতিন বলেন, 'একটি স্ফুলিঙ্গ কিংবা গোলা নিক্ষেপ করা সহজ, খুবই সহজ; কিন্তু তারপর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়. আপনি যদি স্বাভাবিক মানুষ হন, তাহলে যখন হামলায় রক্তাক্ত শিশুদের যন্ত্রণা আপনি নিজের চোখে দেখবেন, সেসময় আপনার হাতের মুঠো দৃঢ় হবে এবং চোখ অশ্রুতে ভরে উঠবে। সাধারণ লোকজনের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে থাকে।'

'কিন্তু এসব ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পরও যারা স্বাভাবিক রয়েছে, কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না– তারা দেখতে মানুষের মতো হলেও আসলে তাদের হৃদয় নেই; কিংবা যদি থেকেও থাকে– তাহলেও সেই হৃদয় রক্ত-মাংস দিয়ে নয়, পাথরে তৈরি।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ইসরায়েল সফরে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন। সেখানে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে হামাস যোদ্ধাদের হামলার কিছু ছবি ও ভিডিওদৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলেন তিনি। কিন্তু ইসরায়েলের চালানো ভয়াবহ গণহত্যা নিয়ে কার্যত নিশ্চুপ তিনি।

বহু বছর ধরে চলা নিপীড়ণ ও গণহত্যার প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তপথ ইরেজ সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস।

ওই দিন শেষ রাত থেকে কয়েক হাজার রকেট ছোড়ার পর বুলডোজার দিয়ে সীমান্ত বেড়া ভেঙ্গে ইসরায়েলে প্রবেশ করে কয়েক শ' হামাস যোদ্ধা। শত শত দখলদার ইসরায়েলিদের হত্যার পাশপাশি ২৩৪ জনকে জিম্মি হিসেবে গাজায় ধরে নিয়ে যায় তারা।

জবাবে ওই দিন থেকেই গাজায় নজিরবিহীন তাণ্ডব শুরু করে ইসরায়েলের বিমান বাহিনী (আইএএফ), যা এখনও চলছে। গত শনিবার থেকে আইএএফের পাশাপাশি গাজায় অভিযান শুরু করেছে স্থল বাহিনীও।

ব্রিটেনে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের সুনাকের সতর্কবার্তা

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনে ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনকারীদের সতর্কবার্তা দিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

তিনি বলেছেন, পরবর্তী বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য যে তারিখ তারা নির্ধারণ করেছে সেটি উস্কানিমূলক এবং জাতীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিবর্জিত।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার পর থেকেই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবিতে আন্দোলন করছে ব্রিটেনের মুসলিম দল ও অভিবাসী বিভিন্ন ফিলিস্তিনি গ্রুপ।

ব্রিটেন পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত কেবল রাজধানী লন্ডনেই অন্তত তিনটি বিশাল মিছিল করেছেন আন্দোলনকারীরা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে আয়োজিত এসব মিছিলে অংশ নিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। পরবর্তী মিছিলের দিন তারা নির্ধারণ করেছেন ১১ নভেম্বর; কিন্তু ওই দিনটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'আর্মিস্টিস ডে' হিসেবে পালন করা হয় যুক্তরাজ্যে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ সেনাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই দিনটি নির্দিষ্ট।

শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক বার্তায় সুনাক বলেন, আর্মিস্টিস ডে-তে বিক্ষোভ মিছিলের পরিকল্পনা শুধু উসকানিমূলক এবং জাতীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিবর্জিতই নয়, বরং সেদিন বিক্ষোভ করা হলে সিনোটাফ (শহীদ সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ) ও অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভে হামলার আশঙ্কা রয়েছে। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে তা ব্রিটেনের মূল্যবোধের প্রতি অপমানজনক হবে।

জানা গেছে, মিছিলের অনুমতির জন্য ইতোমধ্যে লন্ডন পুলিশের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সেই আবেদনে সংগঠকরা অবশ্য বলেননি যে তারা সিনোটাফ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ এবং পার্লামেন্ট এলাকা দিয়ে মিছিল নিয়ে যাবেন; তবে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার যুদ্ধকে ঘিরে যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি সহিংসতা ও ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা বাড়তে থাকায় সুনাক এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

গাজাবাসীর জন্য সৌদি সরকারের উদ্যোগ, ২৫০ মিলিয়নের বেশি রিয়াল সংগ্রহ

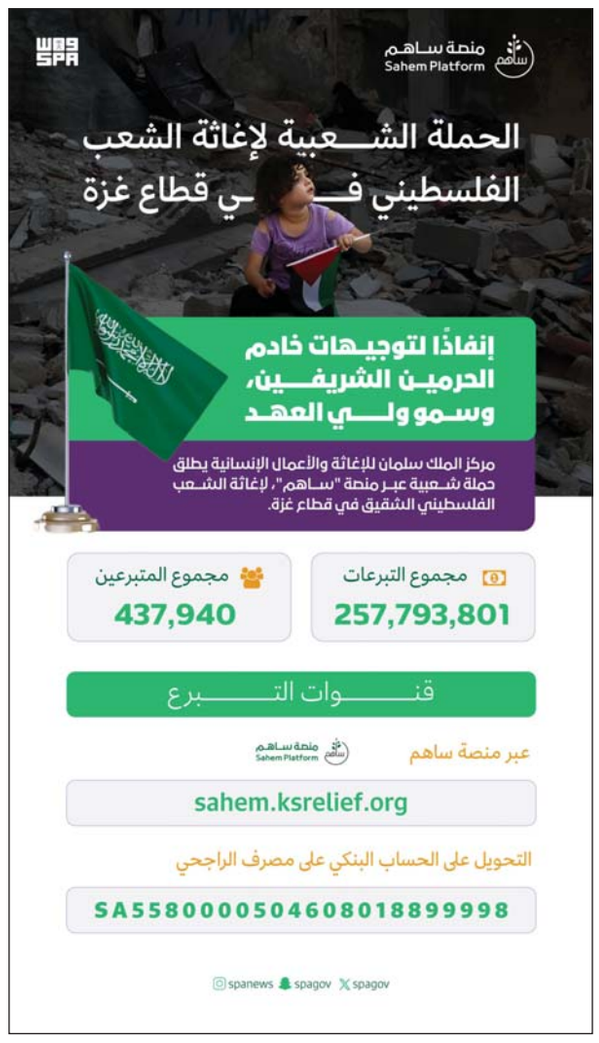

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজাবাসীর জন্য সহায়তা তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রম চালু করেছে সৌদি আরব। দেশটির বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ ও ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ৫০ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল দেওয়ার মাধ্যমে তা উদ্বোধন করেন। গত ২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রম চালুর পর প্রথম দুই দিনে চার লাখের বেশি মানুষ আড়াই শ মিলিয়ন রিয়ালের বেশি অনুদান দেন।

রিয়াদভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থা কিং সালমান হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ সেন্টারের (কেএস রিলিফ) মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রয়াল কোর্টের উপদেষ্টা ও কেএস রিলিফের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল-রাবিয়াহ বলেন, 'কেএস রিলিফের সাহেম (https://sahem.ksrelief.org/Gaza) অ্যাপের মাধ্যমে কিংবা আল-রাজি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অনুদান দেওয়া যাবে। পাঠানো অর্থ থেকে কোনো ধরনের ফি কাটা হয় না, বরং পুরো অর্থ নির্দিষ্ট সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছানো হবে। সংকটকালে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে সৌদি আরব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।'

এদিকে সৌদি আরবের শীর্ষ আলেমদের সংগঠন কাউন্সিল অব সিনিয়র স্কলার্সের প্রধান ও গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল-শেখ দেশটির মুসলিমদের এই তহবিলে অনুদান দেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'সৌদি আরব সব সময় অভাবগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্তদের সহায়তায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। একজন মুসলিমের বিপদে পাশে দাঁড়ানো অন্য মুসলিমের কর্তব্য। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় আমাদের ভাইদের সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলামী শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দিকটি পালন করা যাবে।'

কিং সালমান হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ সেন্টার সৌদি সরকার পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা। ২০১৫ সাল থেকে সংস্থাটি বিশ্বের ৯৩টি দেশে মানবসেবামূলক কার্যক্রম চালু রেখেছে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা হিসেবে সংস্থাটি ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বর্বর গণহত্যা শুরু করে ইসরায়েল। গত ২৬ দিনে চলমান এই যুদ্ধে গাজায় ৯ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু। নৃশংস এই হত্যাযজ্ঞ থেকে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, গির্জা, ঘরবাড়িসহ কোনো কিছুই রক্ষা পায়নি।

আর ইসরায়েলের এক হাজার ৪০০ জনের বেশি নিহত হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেপালে শক্তিশালী ভূমিকম্প, নিহত বেড়ে ১২৮

আপনজন ডেস্ক: নেপালে ৬ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১২৮ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ১৪০ জন। হতাহতের সংখ্যা আরো অনেক বাড়তে পারে বলে দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

নেপালের জাতীয় ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল পশ্চিম নেপালের জাজারকোট নামে একটা এলাকা। শুক্রবার রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে পার্শ্ববর্তী পশ্চিম রুকুম এলাকাও এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কাঠমাণ্ডু পোস্ট জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৪৪ জনই জাজারকোট জেলার। এছাড়া আহত হয়েছে অন্তত ৫৫ জন। এলাকাটির উপ-পুলিশ সুপার সন্তোষ রোকা হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এদিকে, পশ্চিম রুকুম ভূমিকম্পে নিহত হয়েছে অন্তত ৩৬ জন। জেলার উপ-পুলিশ সুপার নমরাজ ভট্টারি প্রাণহানির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, জেলায় ভূমিকম্পে ৮৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতদের জেলা সদরের সরকারি হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল ভূমিকম্পে হতাহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক পোস্টে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল প্রচণ্ড শুক্রবার রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে জাজারকোটের রামিডান্ডায় আঘাত হানা ভূমিকম্পে সৃষ্ট মানবিক ও বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং অবিলম্বে উদ্ধার ও ত্রাণ নিশ্চিতের জন্য ৩টি নিরাপত্তা সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিগত এক মাসের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো এত শক্তিশালী ভূমিকম্প দেখা গেল নেপালে। গত ৩ অক্টোবর নেপালে এক ঘণ্টার মধ্যে চারটি ভূমিকম্প আঘাত হানার পর দিল্লিতেও শক্তিশালী কম্পন অনুভূত হয়। ৪ দশমিক ৬ এবং ৬ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প ২৫ মিনিটের ব্যবধানে আঘাত হানে; পর ১৫ মিনিট পরে ৩ দশমিক ৮ মাত্রা এবং ১৩ মিনিট পর ৩ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৩ মি.

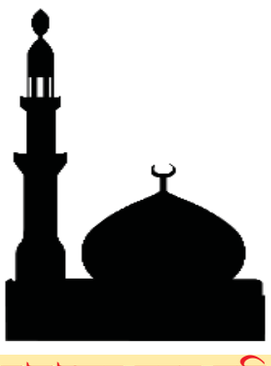

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২১	৫.৪৩
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২২	
মাগরিব	৫.০৩	
এশা	৬.১৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

গাজায় অ্যাম্বুলেন্সে ইসরায়েলের হামলা, নিহত ১৫

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় অ্যাম্বুলেন্সে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ঘটনাস্থলেই ১৫ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অন্তত ১৬ জন। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে শনিবার আল জাজিরা জানায়, গাজায় আল-শিফা হাসপাতালের গেইটে শুক্রবার একটি অ্যাম্বুলেন্সে হামলা চালায় ইসরায়েল।

জানা গেছে, গাজায় অ্যাম্বুলেন্সে হামলার বিষয়টি স্বীকার করেছে ইসরায়েল। তাদের দাবি-হামাসের সদস্যরা অ্যাম্বুলেন্সটি ব্যবহার করছিল। তাদের লক্ষ্য করেই এই হামলা চালানো হয়। তবে হামাস গাড়িটি ব্যবহার করছে, ইসরায়েলের এই অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এদিকে ফিলিস্তিনের বৃহত্তম এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। শিগগিরই বিদ্যুৎ সংযোগ না পেলে এই হাসপাতাল মৃত্যুপুরীতে রূপ নেবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির চিকিৎসকরা। এর আগে গত ১৭ অক্টোবর অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আল-আহলি আরব হাসপাতালে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েল। দখলদারদের হামলা থেকে বাঁচতে ও 'নিরাপদ আশ্রয়' ভেবে অনেক মানুষ হাসপাতালটিতে অবস্থান নিয়েছিল। ওই হামলায় একসঙ্গে প্রায় ৫০০ মানুষের মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছিল গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

গাজায় নিহত বেড়ে ৯৩০০

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯ হাজার ৩০০ জনে দাঁড়িয়েছে। এই নিহতদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু। ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন আজ ২৯তম দিনে গড়িয়েছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৩০০ জনে। নিহতদের মধ্যে ৯ হাজার ১৫৫ জনই গাজার এবং বাকি ১৪৪ জন ইসরায়েল অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরের।

গাজায় জ্বালানি তেল ঢুকতে দেওয়া হবে না: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় কোনোভাবেই জ্বালানি তেল ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের সঙ্গে বৈঠকের পর এই ঘোষণা দেন তিনি।

তিনি বলেন, আমরা বিজয় না হওয়া পর্যন্ত থামবো না। এর অর্থ হল হামাসকে ধ্বংস করা, জিম্মিদের ফিরিয়ে আনা এবং আমাদের নাগরিক ও শিশুদের নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করা।

লেবাননের হিজবুল্লাহকে যুদ্ধে না জড়ানোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে নেতানিয়াহু বলেন, এর জন্য কী মূল্য দিতে হবে তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না।

নেতানিয়াহু মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেনকে বলেছেন, যেখানে আমাদের জিম্মিদের মুক্তি অন্তর্ভুক্ত নয়, সেই অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ইসরায়েল প্রত্যাখ্যান করছে। ইসরায়েল গাজায় জ্বালানি ঢুকতে দেবে না এবং অর্থ পাঠানোর বিরোধিতা করে।

হজ ● উমরাহ ● জিয়ারত

মদিনা ট্রাভেলস

Gov. Reg. IV-1603-00060

গ্রাম ও পোস্ট: চৌহাটি, থানা সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯

মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭

আপনি কি ২০২৩-২৪ এ হজে যেতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন। কম খরচে উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।

গ্রীন প্যাকেজ ৯৫,০০০ টাকা

সঙ্গে বিশেষ উপহার সাইড ব্যাগ, নামাজ পাটি, সাতদানা, তসবি, মেসওয়াক, গাইড বুক এবং জমজম পানি

নর্মাল প্যাকেজ ৮৫,০০০ টাকা

আগামী ২৪ নভেম্বর গ্রুপে যাচ্ছেন সভাপতি মুফতি লিয়াকত সাহেব, শাইখুল হাদিস, যুগদিয়া ফোন: ৯৭৩৩৫৬৪২১৬

১৫-১৭ দিনের জন্য উমরাহ স্পেশাল ব্যবস্থা

সমস্ত উমরাহ ও জিয়ারত অভিজ্ঞ আলেম গাইড দ্বারা সুব্যবস্থা ● মক্কা ও মদিনা হোটেলে খুব কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ● ৩ টাইম বাঙালি রুচি সম্মত খাবারের ব্যবস্থা ● মক্কা ও মদিনায় সমস্ত জিয়ারত ও সাইড সিনের ব্যবস্থা

কম খরচের জন্য যোগাযোগ করুন: আরিফ ভাই (কলকাতা, জাকারিয়া স্ট্রিট) 9339679880 ● মাস্টার হাজি আবু তাহের (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ) 9609448374 ● মাও. মহাসিন (গঙ্গাসাগর) 7060116520 ● হাজি নুর মহম্মদ (পাগলাচণ্ডী, পলাশি, নদিয়া) 8900022965 ● মাও. সফিক (উত্তর ২৪ পরগনা) 7602158791 ● মাস্টার আব্দুল্লা সরদার (নজরুল সরণী, বারুইপুর) 9836750475 ● ডা. সফিউল্লা (রায়দিঘি, কৌতলা) 8972989711 ● হাফেজ হাবিবুর রহমান (কামালগাজি) 993390506 ● হাজি আব্দুর রহমান (খাসমল্লিক) 8748607392

প্রথম নজর

ঘাটালে রাস্তা সংস্কার শেষ হবে এ মাসেই: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘাটাল

আপনজন: ঘাটাল পাঁশকুড়া রাস্তা সংস্কার এবং সম্প্রসারণের কাজ এক মাসের মধ্যে শেষ হবে, চার নভেম্বর শনিবার, ঘাটালে এই কথা বলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী। এদিন তিনি ঘাটাল টাউন হলে ডেভেলপমেন্ট রিভিউ মিটিং করেন। ছিলেন এডিএম কেমপা হোনাইয়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি সহ ঘাটাল মহকুমার সমস্ত দপ্তরের আধিকারিক ও কর্তারা।বিভিন্ন ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজগুলি নিয়ে মিটিংয়ে পর্যালোচনা হয়।। পরে জেলাশাসক সাংবাদিকদের বলেন সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে মিটিং হয়েছে। পথশ্রী সহ বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে।

দাসপুর দুই এবং ঘাটাল ব্লকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর কাজে একটু গতি কম। এই কাজে গতি আনার কথা বলা হয়েছে।

তবে সামগ্রিকভাবে ঘাটাল মহকুমার উন্নয়নের বিভিন্ন কাজগুলি ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে। ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জেলাশাসক জানান।পথশ্রী প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি।

দেগঙ্গায় রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● দেগঙ্গা

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লকের নূরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনাপুর নবীন সংঘের উদ্যোগে শনিবার এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এই রক্তদান শিবিরে একশো জনের বেশি রক্তদান করেন। মহিলা রক্তদাতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।রক্তদানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পও অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে প্রচুর মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নেন।দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, জেলা পরিষদের সদস্য ঊষা দাস, ছাত্র নেতা ওজিদুল হক সাহাজি, আসানুর,বাসির হোসেন, ফারুক,মোস্তফা সহ আরও অনেকে।

সময়মতো শিক্ষকরা স্কুলে না আসায় ক্ষতি পড়ুয়াদের, ক্ষুব্ধ ডিআই

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সঠিক সময়ে স্কুলে শিক্ষকরা না আসায়, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান নিম্নমানের হওয়ায় ক্ষুব্ধ ফরাক্কা সার্কেলের স্কুল ইন্সপেক্টর দীপান্বিতা কুন্ডু। এই অভিযোগে ৩৫ নম্বর শঙ্করপুর প্রাইমারি স্কুলের চারজন শিক্ষক কে শোকজ করে। এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে শিক্ষক মহলে চাঞ্চল ছড়ায়। শোকজ হওয়া শিক্ষক দের মধ্যে অন্যতম ফরাক্কা সার্কেল তৃণমূল শিক্ষা সংগঠন সভাপতি মিঠুন দাস। যদিও মিঠুন দাসের বক্তব্য আমি একজন শিক্ষক হিসাবে নিয়মিত স্কুলে আসি তার পর রাজনীতি করি। বাম শিক্ষক নেতাদের কথা তিনি চলা ফেরা করছেন।

সূত্রের খবর, শোকজ নোটিশ পেতেই ফরাক্কা সার্কেল তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি মিঠুন দাস ফরাক্কা সার্কেলের স্কুল ইন্সপেক্টর দীপান্বিতা কুন্ডুর হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেজ করে হুমকি দেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ তিনি নাকি ম্যাসেজে লিখিছেন, 'আপনি পাওয়ার দেখাচ্ছেন, ভুলে যাচ্ছেন আমি রুলিং পার্টির সভাপতি। আর কোথাও পোস্ট করার থাকলে করে দিন, আমিও এর শেষ দেখতে চাই। আপনি জানেন না বাম নেতারা যারা আপনাকে ম্যাডাম ম্যাডাম করে ওরা কেমন? যাই হোক আপনার যা ক্ষমতা আমার ওপর প্রয়োগ করুন, আমি নিজের জায়গা থেকে নড়ছি না, আমার যত ক্ষতি হোক সব মেনে নেব কিন্তু কেউ যদি আমার শিক্ষাগত দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে সেটা মানব না কারণ আমি স্কুল করি, তারপর রাজনীতি করি।' যদিও আগামী ৯ নভেম্বরের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি মিঠুন দাসের সাফ জবাব, আমি শোকজের কোন জবাব দেবনা। এপ্রসঙ্গে এসআই দীপান্বিতা কুন্ডু জানান, আমি সরকার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত আধিকারিক। যতদিন ফরাক্কা চক্রে থাকব সরকার নির্দেশিত নিয়ম মেনে এই চক্রের শিক্ষার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাব এবং এই সার্কলের এর প্রতিটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিসাবে যারা নিয়োজিত আছেন তারা তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন না করলে আমি তাদের সঠিক ভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করে যাবো। এটা আমার পাওয়ার দেখানো নয়, দায়িত্ব পালন।

বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা চারঘাট গ্রামে

এম মেহেদী সানি ● চারঘাট

আপনজন: গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগে চারঘাটের গ্রামে বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা ও সেন্সর এলইডি স্ট্রিট লাইট পরিষেবার উদ্বোধন করলেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরুপনগর ব্লকের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৫ নম্বর বুথের জনপ্রতিনিধি পঞ্চায়েত সদস্য মানস ব্যানার্জির উদ্যোগে এবং বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সহযোগিতায় এই অভিনব পরিষেবার সূচনা করা হয়েছে, গ্রামের ৫ টি স্থানে বসানো হয়েছে ফ্রি ওয়াই-ফাই সিস্টেম। বিজয়া সম্মেলনী উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়, পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্ট গুণীজনদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ওই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসমাইল সরদার। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে ইসমাইল সরদার এ দিন সম্প্রীতির বার্তা দেন । ধর্মীয় বিভেদ, জাতিবিদ্বেষ ভুলে সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনের ভয়াবহ যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শান্তি কামনা করেন। চারঘাট এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা হিন্দু মুসলমান মিলেমিশে বাস করি, আগামী দিনেও যেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভাই ভাই মনে করে কাঁধে কাঁধ রেখে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারি সেই কামনাই করি।'

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবার সোচ্চার বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার

সেখ রিয়াজউদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: রামপুরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে শনিবার দলের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড. আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দুটি কারণে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার চিঠি লিখেছেন একশো দিনের টাকা ও আবাস যোজনার প্রাপ্য টাকার বিষয়ে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার কোন কর্ণপাতই করছেন না। ওই টাকা আদায়ের দাবিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধারনায় বসেছেন। তাতেও মেলেনি বকেয়া। তিনি বলেন, এমএনরেগায় যিনি কাজ

করবেন তাকে টাকা দিতে হবে। কিন্তু বাংলার মানুষ ১০০ দিনের কাজ করে এবং জব কার্ড থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে তাদের পারিশ্রমিক বা প্রাপ্য টাকা থেকে তাদের বঞ্চিত করে রেখেছে। আবাস যোজনার ক্ষেত্রেও সেইরুপ বহু মানুষ আজ ভোগান্তির শিকার। এনিয়ে আগামী ২৩ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা ডেকেছেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে বাংলার মানুষের প্রতি যে বঞ্চনা সে বিষয়ে তুলে ধরার জন্য। বাংলার মানুষের প্রতি কেন্দ্র সরকারের যে বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে সাংবাদিক সম্মেলন বলে জানান ডেপুটি স্পিকার।

জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে পার্টি অফিস তৃণমূলের!

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে পার্টি অফিস করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আর যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়।

অভিযোগ জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে অবাধে বেদখল হয়ে যাচ্ছে জেলা পরিষদের সরকারি জায়গা। সব জেনেও নিরব জেলাপরিষদ কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসন। ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন হাই স্কুলের ঠিক কাছেই জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের দুই কাঠা সরকারি জায়গা দখল করে পার্টি কার্যালয় তৈরি করে তৃণমূলের কিছু নেতৃত্ব। এমনকি জেলা পরিষদের জায়গায় অবৈধভাবে পার্টি অফিস তৈরির পাশাপাশি ঘর বানিয়ে তা ভাড়াও দিয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল এর বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছে বিরোধীরা। প্রশ্ন উঠছে কি করে সরকারের ক্ষমতায় থাকা দল অবৈধভাবে সরকারি জায়গা দখল করে পার্টি অফিস বানালো, পুলিশ প্রশাসনের চোখের সামনে? যেখানে তিন তিন জন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য রয়েছেন? তাহলে আইন কি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য? এদিকে সরকারি জায়গায় পার্টি করার বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা বারোঘরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান প্রতাপ রায় বলেন, জেলাপরিষদের সরকারি জায়গা মানে খাস জায়গা। যে কেউ অফিস দোকান বানাতেই পারে। সরকারের যখন লাগবে ছেড়ে দেব।

বিজেপি নেতা চন্দন দত্ত বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে কোন আইন কানুন বলতে কিছু নেই। তৃণমূল কংগ্রেস নিজেই সরকারি জায়গা দখল করে ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া এলাকায় জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে তৃণমূলের কার্যালয় তৈরি করেছে। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি সম্পত্তি জায়গা দখল হচ্ছে লুট হচ্ছে। সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে অথচ প্রশাসন নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। সিপিআইএম নেতা জয়ন্ত মজুমদার বলেন গোটা ব্লকে তৃণমূলের নেতারা জলাভূমি ভরাট করে বিশাল বিশাল বাড়ি তৈরি করেছে। বারঘোরিয়াতে জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে তৃণমূল পার্টি অফিস তৈরি করেছে। সেই পার্টি অফিসে তৃণমূলের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গিয়ে বসে। পৌরসভা বোর্ড অফ কাউন্সিলের মেম্বারের বাবা শহরের ড্রেন দখল করে তার উপরে দোকান করে বসে আছে। তৃণমূল যে যাই করবে তার কোন আইনত পদক্ষেপ হবে না তাদের সাত খুন মাপ।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মমতা বৈদ্য সরকার স্বীকার করে নেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বহু জায়গা দখল হয়ে গেছে। জেলা পরিষদের জায়গায় দখল করে পার্টি অফিস তৈরির বিষয়টি তিনি শুনেছেন। নতুন বোর্ড গঠন হয়েছে মিটিং এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, বেআইনি ভাবে দখলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকাশিত হল 'মীযান' পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা

মুদাসসির নিয়াজ ● কলকাতা

আপনজন: দেখতে দেখতে ৫০ বছরের পথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করল 'মীযান' পত্রিকা। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক 'মীযান'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা। যা বাংলা সংবাদপত্র জগতে নিঃসন্দেহে এক মাইলফলক। শনিবার ৪ নভেম্বর কলকাতায় মীযান অফিসে এর উদ্বোধন হল। উপস্থিত ছিলেন মীযান এর সম্পাদক ডা. মসিহুর রহমান, বিআইপিটি ট্রাস্টের সেক্রেটারি রহমত আলী খান, মীযান এর প্রকাশক নাসিম আলি, নিবন্ধকার এম তাহেরুল হক, বিআইপিটি-র ম্যানেজার সেখ মহিম উদ্দীন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মীযান পত্রিকার এজেন্টরা। উল্লেখ্য, মীযান এর ৫০ বছর উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসে মূল অনুষ্ঠান হবে কলকাতায়। এছাড়াও বেশ কয়েকটি জেলায় এই উপলক্ষে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। মাওলানা তাহেরুল হক সাহেবের তাযকির বিল কুরআনের মাধ্যমে আজকের প্রোগ্রাম শুরু হয়। সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে যেভাবে মীযান পত্রিকা বিভিন্ন জেলার মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তার জন্য এজেন্টদেরকে মুবারকবাদ জানান প্রকাশক নাসিম আলি। তিনি বলেন, আজকের ইন্টারনেটের যুগেও মীযান কেন পড়তে হবে, সেটা বুঝতে হবে। মীযান তার লেখনীর মধ্য দিয়ে ইসলামের সঠিক রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করে। এখন সাপ্তাহিকের পাশাপাশি মীযান এর ওয়েব পোর্টালও চালু হয়েছে। সেখানে প্রতিদিন চলমান সংবাদ আপলোড হয়।

বিআইপিটি ট্রাস্টের সেক্রেটারি রহমত আলী খান সাহেব বলেন, দীর্ঘ ৫ দশক ধরে কওম ও মিল্লাতের স্বার্থে নীরবে কাজ করে চলেছে মীযান পত্রিকা। এটা শুধুমাত্র সংবাদপত্র নয়, খবরের পাশাপাশি একইসঙ্গে ইসলাহ এবং দাওয়াতেরও কাজ করে মীযান। মীযান এর সম্পাদক ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. মসিহুর রহমান বলেন, এই পত্রিকার নেপথ্যে যারা যেভাবে নিজ নিজ জায়গা থেকে সাধ্যমতো আঞ্জাম দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, আল্লাহ তাদের সবার খিদমত কবুল করুন। একসময় এই পত্রিকাই ছিল সাহিত্য ও সংবাদের সূতিকাগার। যখন আনন্দবাজার, বর্তমানের মতো হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ছিল, তখন মীযান থেকে বহু লেখক, সাহিত্যকর্মী, সাংবাদিক তৈরি হয়েছে।

পরবর্তীতে তারা কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি জানান, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যাতেও দেশের বাইরে থেকে জনা চারেক লেখা পাঠিয়েছেন। মীযানের আরও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলের কাছে দোওয়ার আবেদন জানান তিনি।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারের আহ্বান শিক্ষক সংগঠনের সভায়

নাজিম আক্তার ● সামসী

আপনজন: অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে উত্তরবঙ্গ শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল শনিবার। সামসি কলেজের মিটিং হলে 'এনলাইটিং টিচার্স, নার্চারিং ট্যালেন্টস, ট্রান্সফর্মিং সোসাইটি' এই থিমকে সামনে রেখে প্রাঞ্জল বক্তব্য পরিবেশন করেন সংগঠনের জাতীয় সভাপতি শাইখ আব্দুর রহিম। তিনি বলেন, যেসব শিক্ষিত মানুষ শিক্ষাদান ও উপাসনার মাধ্যমে জীবন যাপন করে তারা সমাজকে পিছিয়ে রাখেন। এই দুটো কাজ ছাড়াও সমাজকে শোধরানোর দায়িত্ব তাদের রয়েছে। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল বর্তমান সময়ে শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হয়েছে। এনরোলমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাক্ষরতার হারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতি হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাচ্ছে। এ ছাড়া দূরশিক্ষা, অনলাইন কোর্স শিক্ষার জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। অথচ শিক্ষায় মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ ফারুক মোল্লা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব এবং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ভালো শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন। তার মতে, শিক্ষকতা পেশাটি সচেতনতা গড়ে তোলার বিষয়ে ব্যর্থ। সাধারণভাবে শিক্ষকদের মাঝে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রকৃত চারিত্রিক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। এদিনের সভার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মোঃ মহবুল হক। তিনি বলেন, শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সামাজিক পরিবর্তনে নিজেদের দায়িত্বের বিষয়টি বুঝতে হবে ও তাঁদের সন্তানদের শিক্ষকদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে দায় মুক্ত মনে করবেন না।

অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম শিক্ষকদের রোল মডেল হওয়ার পরামর্শ দেন। এদিন কনভেনশনে তিনশো জন শিক্ষক প্রতিনিধি হাজির ছিলেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মোহাম্মদ আবেদ আলী।

রেশন ডিলারের বাড়িতে ইডির হানা নদিয়ায়

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় পৃথক দুটি রেশন ডিলার ও চালকলের মালিকের বাড়িতে ইডির হানা। চলছে তদন্ত ও তল্লাশি। এদিন নদীয়ার রানাঘাট পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের রেশন ডিলার সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের চাল কল মালিক নিতাই ঘোষের বাড়িতে হানা দেয় ইডির প্রতিনিধিরা। সূত্রে জানা গেছে শনিবার সকালে ওই দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী প্রতিনিধিরা। যদিও দুই ব্যবসায়ীর বাড়ির গেটের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান দের দিয়ে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে রাখা হয়। অন্যদিকে ইডির প্রতিনিধিরা দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তলাশী চালাচ্ছে দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে। স্বভাবতই আবারো নদীয়ায় ইডির হানা নিয়ে রীতিমতো চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। রেশন দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক তথ্য উঠে এসেছে ইডির হাতে, এরপরে গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

তৃণমূলের কেন্দ্র বিরোধী বিক্ষোভ সভা

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্তি

আপনজন: মগরাহাট পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শনিবার বিকালে সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতা ও চা -চক্র ও সংবাদিক সম্মেলন মা বিজলী ভিলাতে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদ জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, মইদুল ইসলাম মগরাহাট সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব, মুজিবর রহমান মোল্লা অধ্যক্ষ, জেলা পরিষদ, সব্যসাচী গায়েন মগরাহাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, হাজী মোবারাক মোল্লা সহ -সভাপতি, মহ:তৌসিফ আহমেদ মোল্লা কর্মাধ্যক্ষ, , মানবেন্দ্র মন্ডল কর্মাধ্যক্ষ, ইমরান হাসান মোল্লা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্যা তন্দ্রা পুরকাইত, নুর খাতুন বিবি সর্দার জেলা পরিষদ সদস্যা, রাইহানা পারভীন ছাত্রনেত্রী, কর্মাধ্যক্ষ সেলিম খান, যুব কার্যকরী সভাপতি নাজমুল দপ্তরী, সঞ্জীব মন্ডল, বুবাই কোলে, সাদিক মোল্লা প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উপাচার্যের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মহর্ষির দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের জায়গায় ব্রাত্য রবীন্দ্রনাথের ফলক বসানো হয়েছে। এই মর্মে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন ট্রাস্টের সম্পাদক। দ্রুত ওই ফলক অপসারণ করতে হবে, এই দাবিতে অভিযোগ দায়ের হল। এদিন উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার। অভিযোগ, যে শ্বেত পাথরের ফলক বসানো হয়েছে, সেটি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের জায়গায়। অনুমতি না নিয়েই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ব্রাত্য রবীন্দ্রনাথের বিতর্কিত ফলক বসিয়েছেন। তাই ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়ে শান্তিনিকেতন থানার দ্বারস্থ হল মহর্ষির ট্রাস্টা।

বাম-কংগ্রেস ছেড়ে শতাধিক কর্মী তৃণমূলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতেই শুরু হয়েছে দল বদল কখনো শাসক দল তো কখনো বিরোধী দল ছাড়ার হিড়িক পড়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জলঙ্গি বিধানসভার কাঁটাবাড়ি অঞ্চলের বাম কংগ্রেস থেকে শতাধিক কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন শনিবার সন্ধ্যায় বিধায়ক কার্যালয়ে। এদিন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হওয়ার জন্য বিরোধী শিবির থেকে শোয়ে শোয়ে যোগদান করছেন তৃণমূলে। একইভাবে ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম বলেন তৃণমূল ছাড়া সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজ কেও করতে পারবে না তাই বাম কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে তবে আগামীতে আরও বেশি যোগদান হবে বলেও জানান। এদিন ভিড় ছিল কর্মী সমর্থকদের এদিনই দুপুরে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক সাংবাদিক সম্মেলনও করেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যু, সরব নওশাদ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: যাদবপুরের তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির কোনও ইউনিট নেই। আর সেখানেই ইউনিট খোলা ছিল আসল উদ্দেশ্য আর সেই কারণেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্ননীলের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছিল এই দুই দল। কিন্তু মালদার গাজলের বাসিন্দা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উত্তম মার্ডির ঘটনা নিয়ে তারা নিরব। মৃত উত্তম মান্ডির পরিবারের সাথে দেখা করে এ কথা বলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।। প্রসঙ্গত, র‍্যাগিং-এর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করা উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উত্তম মার্ডির পরিবারের সাথে মালদার গাজলের কচুয়া গ্রামে দেখা করতে আসলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। ১৬ই অক্টোবর বাড়ির মধ্যে থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিং সহ্য করতে না পেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল সে। যদিও সে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। তৃণমূল নেতা মদন মিত্র ও জেলা বিজেপির নেতা অম্লান ভাদুড়ী পাল্টা কটাক্ষ করেছেন নওশাদ সিদ্দিকীকে।

প্রথম নজর

প্রতিবাদ করলেই মোদি সরকার এজেন্সি লাগাচ্ছে: ইয়েচুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তিন দিনব্যাপী বর্ধিত অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে শনিবার বিকেলে হাওড়া জেলা কমিটির দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তিনি বলেন, যেভাবে প্রতিদিন জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, পেঁয়াজের দাম বেড়েছে তাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী দাবি করছেন আমাদের দেশে গত ৬ বছরে সবচেয়ে বেকারত্ব কমেছে, কিন্তু বাস্তবে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ আমাদের দেশে বেকারত্বের মুখে পড়েছেন। আর যারা কাজ পাচ্ছেন বেসরকারি ক্ষেত্রে, যার কোনও ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা নেই। দেশে এখন 'ইকোনমিকস' এর জায়গায় 'মোদিনমিক্স' চলছে। এর অর্থ হলো সকালে বন্দেভারত আর দুপুরে নমো: ভারতের উদ্বোধন হচ্ছে। গরীব মানুষের জন্য মোদী কিছু ভাবছেন না। কিছুদিন আগে জি-২০ এর নামে লম্ফঝম্প করে উনি বিশ্বগুরু হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে ২০টি দেশ এতে সম্মিলিত হয়েছেন তারমধ্যে ভারতের জিডিপি সবার শেষে ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে 'লোয়েস্ট টেকনোলজি' আর 'বেরোজগার' ছিল আমাদের দেশের। মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোজেক্ট আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। এদের বিরুদ্ধে যারাই প্রতিবাদ করবে তাদের বিরুদ্ধে মোদী সরকার এজেন্সিকে নিয়োগ করছে। ইডি, সিবিআই এর ভয় দেখানো হচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।

রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক প্রসঙ্গে এদিন প্রশ্নের উত্তরে ইয়েচুরি এদিন বলেন, এটা নিয়ে তদন্ত চলছে।

বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের প্রথম মহিলা সম্মেলন

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে শনিবার নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে হয়ে গেল মহিলা সম্মেলন। বলা বাহুল্য এটা বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের প্রথম মহিলা সম্মেলন এই সম্মেলনে বীরভূম জেলার ১৯টি ব্লকের প্রায় ৮০০ মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারী সুরক্ষা বিভিন্ন আইন স্বনির্ভর গোষ্ঠী কিভাবে পরিচালনা করতে হবে কিভাবে নারীর অধিকার পাওয়া যায় কিভাবে কোন বিপদে পড়লে পরে কোথায় গিয়ে কি পরামর্শ নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যায় ।শেষ সবের আলোচনা করলো আজ বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের মহিলারা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আদিবাসী সংগঠনের একজন সদস্য অলকা টুডু বলেন নারী যে সমস্ত অধিকার আছে সে সমস্ত অধিকার আমরা যাতে সঠিকভাবে পাই তাই জন্য এই সম্মেলন করা। বীরভূম জেলার বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্য সাবিনা ইয়াসমিন বলেন নারীদের অধিকার নিয়ে আমরা সব সময় লড়ে যাব এবং বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ সব সময় যেকোনো মহিলার পাশে আছে এবং থাকবে এটা আমাদের প্রথম সম্মেলন এরপর আমরা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে এই সম্মেলন করবো বলে আশা রাখছি। যদিও এটা মহিলা সম্মেলন তবুও এই সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চে রাজ্য সভাপতি সামিরুল ইসলামসহ বীরভূম জেলা সভাপতি রাজকুমার ফুল মালি, আরো ছিলেন এম এ জামান সুদীপ্ত দাস জেলা কমিটির যুব নেতা রিপন রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি আনিমুল শেখ,অবজারভার মুক্তার এছাড়াও রাজ্য কমিটির বিভিন্ন সদস্যরা ।

নাকা চেকিংয়ে ৪০ লক্ষ টাকার ব্যাগ ধরা পড়ল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: নাকা চেকিং এ ধরা পরল চল্লিশ লক্ষ টাকা । পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের অচিন্ত্য কুমার যশ একাধিক রাইস মিলের মালিক। বর্ধমান একটি বড় শোরুম আছে তার অচিন্ত্য কুমার যশের ভাই বর্ধমান মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসক । বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের নাকা চেকিং এ দেখা যায় ব্যাগ ভর্তি টাকা । শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বর্ধমান থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী, ডিএসপি ট্রাফিক ২ রাকেশ চৌধুরী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

গাড়িতে করে এত বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বা এত টাকা কোথা থেকে এল সেই বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি গাড়ির যাত্রীরা।গাড়ি সহ যাত্রীদের আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনা সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার রাতে আরামবাগের দিক থেকে আসা চার চাকা গাড়িটি বর্ধমান শহরে ঢোকার মুখে তেলিপুকুরে নাকা চেকিং চলার সময় আটকায় পুলিশ। এবং গাড়ির মধ্যে তল্লাশি চালাতেই একটি বড় ব্যাগের মধ্যে প্রচুর পাঁচশো টাকার বান্ডিল দেখতে পায় পুলিশ।

তিনটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করলেন কোতুলপুরের বিধায়ক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: তৃণমূলে যোগদান করেই এলাকার মানুষকে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে তিনটি হেল্পলাইন নাম্বার চালু করলেন কোতুলপুরের বিধায়ক "এক ফোনে এম এল কে বলুন" তোলা আদায়ের জন্য এই হেল্পলাইন নাম্বার কটাক্ষ বিজেপির। সবেমাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছে কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালি প্রতিহার। এর মধ্যেই তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালি প্রতিহার দেবাংশু ভট্টাচার্য, বীরবাহ হাসদা, জোৎস্না মান্ডির উপস্থিতিতে তিনটি হেল্পলাইন নাম্বার চালু করলেন কোতুলপুর বিধানসভার লোকজনের জন্য। কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালি প্রতিহার তৃণমূলে যোগদান করে বলেছিলেন বিজেপিতে থেকে তিনি উন্নয়ন করতে পারছেন না মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না তাই তিনি মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য এবং উন্নয়ন করার জন্য তৃণমূলে যোগদান করেছেন, তারি বক্তব্য বাস্তবায়নের জন্য শুক্রবার কোতুলপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বিজয়া সম্মেলনে এলাকার মানুষের জন্য তিনটি হেল্পলাইন নাম্বার চালু করলেন বিধায়ক। বিধায়ক হরকালি প্রতিহার দাবি মানুষ আমাদের জিতিয়েছে সেবা পাওয়ার জন্য জেতার পর থেকে সেভাবে মানুষকে সেবা করতে পারছিলাম না, তিনি দাবি করেন বিজেপি এমপি, এমএলএ দের নির্দেশে ১০০ দিনের টাকা এবং আবাস যোজনা টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। যে মানুষ আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছে এই মানুষদের সমস্যার কথা শোনার জন্য এক ফোনে এমএলএ হেল্প লাইন নাম্বার চালু করা হয়েছে।

বিধায়কের এই হেল্পলাইন নাম্বার চালু করাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস।

ফিলিস্তিনের সহমর্মিতায় বিশাল মিছিল বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ফিলিস্তিনে নির্মমভাবে শিশু থেকে শুরু করে হাজারো হাজারো মানুষের বোমার আঘাতে প্রাণ যাচ্ছে । দখলদার ইসরাইলের সৈন্যরা বারংবার আক্রমণ করছে নিরীহ ফিলিস্তিন মানুষের উপরে। এরই প্রতিবাদে বসিরহাটের হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে মিছিল করলো। এদিন ত্রিমোহিনী থেকে বসিরহাট বোটঘাট পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষের বিশাল মিছিল এবং ধিক্কার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বসিরহাট মহাকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয় এই মিছিলে। উপস্থিত ছিলেন নাগরিক মঞ্চের ফিরোজ আহমেদ মোল্লা, বিশিষ্ট সমাজসেবী মাতিন মুফতি, সমাজসেবী রিয়াজুল ইসলাম, সমাজসেবী আবু ইসহাক বাবু গাজী , মোহাম্মদ জাহিদ সহ একাধিক বিশিষ্ট জনেরা। আন্দোলনকারীরা দাবি করেন জহরলাল নেহরু থেকে অটলবিহারী ভারতের যত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সবাই প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজ কিসের জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইসরাইলের পাশে দাঁড়াচ্ছেন? আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। এরপরে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের যাব বলে হুঁশিয়ারি দেন এই সংগঠনের কর্মীরা। বিশিষ্ট সমাজসেবী মাতিন মুফতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন,"দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনের উপর দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যেভাবে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে বিশ্বের মানুষ এখনো চুপ কেন? আজকে মানবতা কোথায়? অনেকেই হামাসকে জঙ্গি বলছেন কিন্তু মনে করি তারা বিপ্লবী। কেননা তাদের নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য লড়াই করছেন। যেমনটা ভারতের ইংরেজ শাসনকালে আমাদের দেশের বিপ্লবীরা লড়াই করেছিলেন। দখলদার ইসরাইল যেভাবে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তার তীব্র নিন্দা জানাই"।

ইডিকে নিয়ে বিজেপি ফায়দা লুটছে: তৃণমূল

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: ২০২৪ নির্বাচনে বিজেপি শুধু হারবে নয় একেবারেই গো-হারা হারবে। সে কারণে ইডি সিবিআই দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। এমনিই মন্তব্য করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মদক্ষ তথা তৃণমূল নেতা শেখ শাহাজাহান। শুক্রবার বসিরহাট মহাকুমার ধামাখালির একটি গেস্ট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তৃণমূলের নেতৃত্বরা। সেখানে উপস্থিত সন্দেশখালীর কনভেনার তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ শাহাজাহান, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শিবপ্রসাদ হাজরা সহ বিশিষ্ট জনেরা। সেখান থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত হুংকার দেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। শেখ শাহাজাহান বলেন, "বিজেপি যেভাবে মানুষকে ভাওতা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন জনগণ তা বুঝে গেছে। বিজেপির পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে। তার প্রমাণ মিলেছে গত বিধানসভায় এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি শুধু হারবে নয় বরং গো হারা হারবে। তাই বিজেপি ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পনা করে ইডি ও সিবিআই কে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফাইদা তোলার চেষ্টা করছে। আমাদের দলের উচ্চ নেতৃত্বদের বেআইনিভাবে হেনস্তা করছে। তবে মানুষ এর উপযুক্ত জবাব দেবে।" তিনি আরো বলেন, "বিজেপি ইচ্ছাকৃত জনগণের ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।

রাজারহাট থানায় সভা পুজো নিয়ে

মনিরুজ্জামান ● নিউটাউন

আপনজন: আলোর উৎসব দীপাবলি হল এক সার্বজনীন উৎসব দেশ কাল ভেদে এর কোনও সীমা নেই। উৎসবের দিনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে এবং কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিত এড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিটি থানা কমিটির পক্ষ থেকে সর্ব ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসনিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শনিবার বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের রাজারহাট থানা কমিটির উদ্যোগে আসন্ন শ্যামা পূজো ও দীপাবলি নিয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় থানা প্রাঙ্গণে। উপস্থিত ছিলেন এসিপি সাহেব, স্থানীয় বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর কর, রাজারহাট থানার আইসি জামাল হোসেন সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু ও ক্লাব সংগঠনের কর্মকর্তারা।

আকুনিতে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্নেহাশীষ

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: শনিবার চন্ডীতলা ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজয় সম্মেলনী উৎসব আকুনি বিজি বিহারীলাল ইনস্টিটিউশন এ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী।

এছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদের কি সদস্য ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ,দেবযানী ব্যানার্জি ও সুপ্রা ঘোষ। সাথে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খা মহাশয় ও সহ-সভাপতি সনৎ সানকি মহাশয় ও শেখ মোশারফ আলী, অনিমেষ দাস সহ সকল কর্মাধ্যক্ষ।

নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীত দাড়ি , রিনা সাঁতরা, আব্দুল কালাম,সম্পা ঘাঁটি ও আসিকুল্লা খন্দকার সহ অনেকে। এবং ছিলেন সকল সদস্য সদস্যরা।এবং উপস্থিত ছিলেন অগণিত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ। বয়স্ক ও পুরনো কর্মীদের দেয়া হয় সম্বর্ধনা। সবশেষে ছিল সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও মিষ্টি মুখ হয়।

দুর্নীতির অভিযোগে রাস্তা তৈরি বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা

সম্প্রীতি মোল্লা ● কেতুগ্রাম

আপনজন: দুর্নীতির অভিযোগে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ করল গ্রামবাসীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ১ নং ব্লকের বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের কুলুট গ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শনিবার । পথশ্রী প্রকল্পে তিন কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা তৈরি হচ্ছিল গত কয়েকদিন ধরে। এদিন সকালে গ্রামবাসীরা নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। দাবি,কাজের বরাত পাওয়া কাগজপত্র দেখতে চাইলে তা না দেখিয়ে পালিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সরকারি অনুমোদিত কাগজ ও সঠিক সামগ্রী দিয়ে কাজ করতে হবে'। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই এই রাস্তা বেহাল রয়েছে । ৫ টি গ্রামের মানুষজন এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। গ্রামবাসীদের দাবিমত কয়েকমাস আগে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল ভাবে পথশ্রী প্রকল্পে এই রাস্তা সংস্কারের কাজ ঘোষণা করেন বলে জানা গিয়েছে। সেই রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ও সঠিক অর্ডার ছাড়াই কাজ হওয়ার অভিযোগ তুলে রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয় গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত প্রধান জানান, "গ্রামের লোক বলছে, ঠিকমতো ইমারতি দ্রব দেয়নি। এরফলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। " এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

হুগলির শাহবাগে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: শনিবার মুফতি জুলফিকার আহমেদ ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় আরামবাগের শাহবাগ গ্রামে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে প্রায় ১৩০জন রক্তদাকা সেবচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রায় ২৫০জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও কলকাতার থ্যালাসেমিয়া টিম এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে।

এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার, উলুবেড়িয়া গার্লস মিশনের সম্পাদক মুফতি মুজিবর রহমান, হরিণকোলঅ ১ নং অঞ্চলের প্রধান পার্থ হাজারী, বিদগ্ধ পণ্ডিত অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ এলাকার বহু মানুষ এই শিবিরে অংশ নেন। মুফতি জুলফিকার আহমেদ ও ফাউন্ডেশনের সম্পাদক খলিল মল্লিক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ফাউন্ডেশনের সবাপতি জাকির মল্লিক, সহসভাপতি সামসুল আলম, রকিব মল্লিক, বাহারুল ইসলাম এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আজিজুল হক।

বিজ্ঞান চেতনার সঞ্চারে শিক্ষামূলক ভ্রমণ স্কুলের

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশে শিক্ষামূলক ভ্রমণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই লক্ষ্যেই গত ১ লা নভেম্বর পুরুলিয়ার ঝালদার কুটিডি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন। তাদের গন্তব্য ছিল দীঘার সমুদ্র সৈকত ও দীঘার সায়েন্স সেন্টার। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ভগীরথ মাহাতো,অশোক মাহাতো ও সর্বেশ্বর টুডু প্রমুখরা জানান, চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছাত্রছাত্রীরা দীঘার সমুদ্র সৈকতে এসে আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। এইরকম শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করতে পেরে চোখে মুখে আনন্দ উপচে পড়েছে বিরসিং কালিন্দী, সোনালী রায়, শিবানী মাহাতো তৃপ্তি গুপ্তা, সৌরভ কুমার আশা মাহাতো সহ বিদ্যালয়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক যামিনীকান্ত মন্ডল বলেন, এরকম শিক্ষামূলক ভ্রমন তাদের বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহ বাড়াবে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরূপ কুমার গোপ মন্ডল বলেন, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মোট ৯২ জন ছাত্রছাত্রী এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ নিয়েছে।

ক্ষেতমজুর সেলের সমাবেশ

সেক আনোয়ার হোসেন ● কাঁথি

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান ক্ষেতমজুর সেলের আহ্বানে কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা না দেওয়া ও সাংসদ শিশির অধিকারীর অস্বাভাবিক সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে মারিশদা এবং কাঁথি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরি,শ্রীকান্ত মাহাতো তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ,কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তরুণ মাইতি সুধাংশু আদক,জ্যোতির্ময় কর এবং অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাড়ম্বরে গঙ্গা উৎসব জিয়াগঞ্জে

সারিউল ইসলাম ● জিয়াগঞ্জ

আপনজন: জিয়াগঞ্জ সদরঘাটে গঙ্গা উৎসব ২০২৩ জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যোগে জিয়াগঞ্জ সদরঘাটে গঙ্গা উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত হলো শনিবার সন্ধ্যায়। গঙ্গার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক বনমালী রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী শাওনী সিংহ রায়, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসন্ন মুখার্জি, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষ, জেলা গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধ নোডাল অফিসার স্বাশ্বতী জানা প্রমুখ।

গলসিতে রক্তদান শিবির

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করা হল। গলসি ১ নং ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও শিড়োরাই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস এর সহযোগিতায় শিবিরটি করা হয়। জানাগেছে, শিবিরে পুরুষ মহিলা সহ মোট ১২০ জন রক্ত দান করেন। সংগৃহীত ওই রক্ত একটি বেসরকারী ব্লাড সেন্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে শিড়রাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গনে হাজির হন গলসি বিধায়ক নেপাল ঘরুই ও জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার। তাছাড়াও ওই মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতে হাজির হয়েছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধক্ষ্য পার্থ সারথি মন্ডল, গলসি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আল্পনা বাগদি, গলসি ১ নং ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জয়ন্ত মেটে সহ বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানরা। উপস্থিত সকলেই ওই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

সুতি তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনী

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: , : মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত জন প্রতিনিধিদের নিয়ে সুতির অরঙ্গাবাদ ডিএনসি কলেজের অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মেলনী। এই অনুষ্ঠানে

এদিন বাঙালির বড় উৎসব দূর্গাপুজা এই উৎসবে সকলেই একত্রিত ভাবে অনুষ্ঠানে সমিল হয়ে উৎসব পালন করেছেন, বিজয়ার সকলকেই শুভেচ্ছা জানান সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস। মঞ্চে উপস্থিত সকলকেই বরণ করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

এই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস জঙ্গীপুর লোকসভার সাংসদ তথা তৃণমূলের জঙ্গীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান, মুর্শিদাবাদ জেলাপরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা সহ সুতি বিধানসভার সমস্ত জেলা পরিষদের সদস্য পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

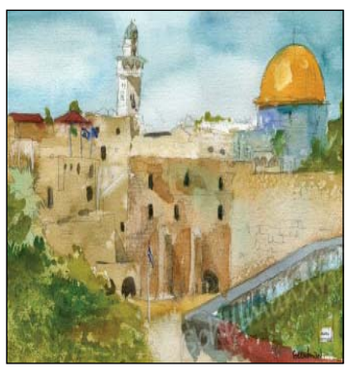

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: একজন একা মানুষ এই শহরে
- নিবন্ধ: উত্তরবঙ্গের ভূমি পুত্র আব্বাস উদ্দিনের হাত ধরেই বাংলায় পল্লীগীতির বিস্তৃতি লাভ
- অণু গল্প: পাপান ও লাল গিরিগিটি
- ছড়া-ছড়ি: সভ্যতার শান্তিকামী জল্লাদ

আপনজন ■ রবিবার ■ ৫ নভেম্বর, ২০২৩

একজন একা মানুষ এই শহরে

দেশ-বিভাগ পরবর্তী পশ্চিমবাংলার একটি শক্তিধর পরিবার থেকে উত্থিত **খাজিম আহমেদ** প্রায় ছয় দশক ধরে নিরলস বৌদ্ধিক চর্চা আর সাহিত্য নির্মাণে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর 'চেকার্ড', আর 'মাভেরিক' জীবনের বর্ণময় পরিচয় বর্তমান আলোচনাটির মারফত উত্থাপন করা হচ্ছে। অনেকেই তাঁকে এই বঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মর্যাদার অন্বেষক হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর অগণন রচনার অনিঃশেষ গ্রহণযোগ্যতা উভয়বঙ্গে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

১

কথামুখ

ছেলেবেলার আমার অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত। আমার জন্মভিটে কাতলামারি থেকে ৬ কিমি দূরে শহর রাজশাহি, ঠিক উত্তরদিকে। কাতলামারির ডাকঘর অধীনস্থ একটি গ্রাম নন্দীরভিটা। এই গ্রামে ডা. সাইফুল্লাহ সরকার যথার্থই 'পাশ' করা একজন ডাক্তার ছিলেন। দেশ ভাগাভাগি হওয়ার পর পদ্মার শাখা নদীর উত্তরপারের রাজশাহি শহরে তিনি ১৯৫০ সালে চলে গেলেন। ঔষধপত্তর তিনিই আমাদের দিতেন। তিনি 'বগুড়া পাশ' চিকিৎসক হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। আমার যখন বছর ছয়েক বয়স তেমন সময়ে অসুস্থ হলে তাঁর কাছেই চিকিৎসার জন্য অভিভাবকরা নিয়ে গেলেন। সেটা ১৯৫৩ সাল। তখন রাজশাহি শহরে যেতে কঠোর বাধানিষেধ ছিল না। সেই আমার প্রথম শহর দর্শন। বড় বড় পাকা বাড়ি দেখে বেশ আমোদ হয়েছিল। লোকপত্তরও অনেক, গাড়িঘোড়া চলছে। নন্দীরভিটেয় থাকাকালীন বেশ কয়েকবার চিকিৎসা করেছিলেন। দূরত্বের বিচারে খুব কাছে হলেও আমাকে রাজশাহিতে দেখে একটু বিস্মিতও হয়েছিলেন। শহর রাজশাহি আমাদের নয়, তা তো আমি জানতাম না! জানার কথাও নয়। ১৯৫৫-র সময়ে দেশের সীমানা নিয়ে কীসব গণ্ডগোল হল, গুলিগোলা চলল। তারপরে আর রাজশাহি শহরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রইল না। আমার পরিবারের সদস্যবর্গ ওদিকে আর কদাচ পা বাড়াননি।

ওই যে বলেছি অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত, সেই সুবাদে আমার বয়স যখন বছর দশেক আমার বড়দাদা শহর বহরমপুরে চিকিৎসার জন্য আজকের লালদিঘির ঠিক দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত রবীন্দ্রসদনের পশ্চিম পার্শ্বস্থ অতীব দৃষ্টিনন্দন আর অভিজাত একটি বাড়িতে নিয়ে এলেন। এই বাড়িতেই থাকতেন ডা. এস. এন চৌধুরী। শহর বহরমপুরের বনেদি পরিবারের লোকজনেরা তাকে ডা. কর্ণেল চৌধুরী নামে চিনতেন, জানতেন। বড়সড় হয়ে ওঠার পর শুনেছি তিনিও পুলিনবিহারী ঘাট থেকে ফরাসডাঙা সৈয়দাবাদের পুরনো আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাছে আমার চিকিৎসার সময়ে খাগড়া বাজারেও গিয়েছিলাম বেশ মনে পড়ে। 'বেঙ্গল পেপার ট্রেডিং কোম্পানি'-তে কিছু বইপত্তর কেনা হয়েছিল। 'নিউ বোম্বে স্টোর' থেকে কাপড়-চোপড়। 'ঘোষ কোম্পানি' থেকে দিদির জন্য 'আফগান স্নো'। দুই মায়ের জন্য 'জবাকুসুম' তেল।

আজকে কৃষ্ণনাথ রোডে বড় বড় ইমারত, শৌখিন হোটেল। আমার সেই ছেলেবেলায় ওখানেই বাসস্ট্যান্ড ছিল। সেখান থেকে ডা. এস. এন. চৌধুরীর চেম্বারের পথে প্রথম দিকটাই ব্যাপক বেলগাছ ও অন্যান্য ফল-ফলাদির বাগান। শুকনো ঘাস। পায়ে চলার ফলে রাস্তার দাগ পড়েছে। তার মধ্য দিয়ে মানুষের চলতি রাস্তা। রাস্তার ওপরের ঘাসগুলো ক্ষয়ে গেছে। প্রথম যে পাকা বাড়িটি দেখেছিলাম সেটি এখনও রয়েছে। সরকারি খাদ্য-গুদামের ঠিক পূর্বদিকে। পাশে পুকুর, তার দক্ষিণে আমবাগান। তার ঠিক দক্ষিণে 'ফুড সাপ্লাই অফিস'। পশ্চিমদিকে লালদিঘি। তারও পশ্চিমে 'কালেক্টরেট'। বড় বড় বাড়িঘর। বিস্তীর্ণ স্কোয়ারফিল্ড। বিস্ময়কর একটি অনুভূতি হয়েছিল। সেটি ছিল ১৯৫৭ সাল। সেই আমার প্রথমবারের দেখা বহরমপুর। ডাক্তার দেখানোর পর রিকশা করে দেওয়ানগঞ্জ রোডে 'খুদা বখশ মিঞা'র হোটেলে খাসির মাংস-ভাত, রামশাল চালের ভাত আর 'ফিরনি' খাওয়ার সময় মনে হয়েছিল যেন আমার গ্রামের মৌলভি সাহেব বর্ণিত 'বেহেস্তি স্বাদ' এ দুনিয়াতেই পেলাম। মৌলভি-মওলানারা বলতেন যে, সব 'উমদা'-বস্তু 'জান্নাতে'ই মেলে। সুবিধাভোগী লোক-লস্কর এই দুনিয়াতেই 'বেহেস্তি'-সুখ ভোগ করে। যাক গে ওসব ভারী কথা। গ্রান্ট হল অর্থাৎ জলট্যাঙ্ক-এর মোড় থেকে খাগড়া যাওয়ার পথে গায়ে গায়ে লেগে থাকা বাড়ি আমার বিরক্তির কারণ হয়েছিল। অপরিমেয় আনন্দ আর আহ্লাদ হয়েছিল শহর বহরমপুরের আনাচে-কানাচে, সদর রাস্তার ওপর অজস্র বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজি। উত্তরে ফরাসডাঙা থেকে দক্ষিণে গণি মিঞার ডাঙা– উত্তর-পূর্বে কাশিমবাজার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কৃষ্ণনাথ কলেজ–কুমার হোস্টেল পর্যন্ত কত যে 'রেনট্রি' ছিল তার হদ্দমুদ্দ নেই। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ অস্ট্রেলিয়া থেকে পর্যন্ত গাছ-গাছালি নিয়ে এসেছিল। আমরা সেগুলোকে ধ্বংস করলাম। সেই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কিছু কিছু এখনও বেঁচে রয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই রাজকীর সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য কোথায় হারিয়ে গেল। ওদের অনুপস্থিতি মনের ভিতরটিকে ঝুরঝুরে আর ভঙ্গুর করে দেয়। মানুষের লোভ-ই প্রকৃতি বা 'কুদরত'-এর মহা শত্রু। গাছের বাঁচার দাবি নিয়ে কেউ আন্দোলন করে না।

১৯৫৮ সালে আমার বড় দাদা বহরমপুর স্টেশন থেকে জিয়াগঞ্জ-এ নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ভাগীরথী বা গঙ্গা নদী পেরিয়ে আজিমগঞ্জে ডা. টি. সেন-এর চেম্বারে। টি. সেনকে তামাম মুর্শিদাবাদ পরম বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তিনি এই জেলায় ডা. কর্ণেল টি. সেন নামে পরিচিত ছিলেন। তার চিকিৎসাতেই আমার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গেল। খানা-পিনা বাড়ল। বয়স মোতাবেক ওজনাদিও বেড়ে গেল। স্বাভাবিক একজন তরুণ হিসাবে বেড়ে উঠতে থাকলাম। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল তক আমি চারটি শহর দেখলাম। রাজশাহি, বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ এবং আজিমগঞ্জ। সেই সুবাদে ট্রেন, রেললাইনকেও চিনেছিলাম। যে চারটি শহর আমি দেখেছিলাম তার মধ্যে রাজশাহি সম্পর্কে ব্যাপক কোনও ইম্প্রেশন আমার স্মৃতিতে নেই। শুধুমাত্র বড় বড় বাড়ি দেখেই চমকিত হয়েছিলাম। সোজাসুজি বলতে কী এই সময়ের মধ্যে বহরমপুর কোর্ট স্টেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। রেলগাড়ি চড়ার মধ্যে যে বিস্ময় আর শিহরণ, আজ এই ৭৬ বছর বয়সেও কাটল না। এখন উপলব্ধি করি রেলপথই আমার স্বদেশভূমির জীবনরেখা।

শহর বহরমপুর নিয়ে আমার একটা কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। আমার বড় দাদা, মেজো দাদা কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন। খুব সম্ভব ১৯৬০ সালে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান কৃষ্ণনাথ কলেজে এসেছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য কাতলামারি থেকে আমাকে আমার বড় দাদা তাঁর হোস্টেলে নিয়ে এসেছিলেন। যে ছাত্র-হোস্টেলটির অবস্থান ছিল শহরের দক্ষিণ প্রান্তে গোরাবাজার এলাকার রাজা মিঞা মোড়ে। ঠিক তার পশ্চিমদিকে কুমার হোস্টেল। বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ আর গুরুত্ববাহী। এই ছাত্রাবাসের মধ্যেই মি. মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ গত শতকের তিনের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। এহো বাহ্য। প্রসঙ্গে বলে রাখি বহরমপুর থেকে কাতলামারির দূরত্ব ৪০ কিমি। মোটর, বাস ছিল বটে কিন্তু তা সত্যিকার অর্থে স্বস্তিকর ছিল না, সময় লাগত খুবই। স্বভাবতই খুব প্রয়োজন ছাড়া বহরমপুরে যেতাম না। অষ্টম শ্রেণির পর একাদশ শ্রেণি তক শুধুমাত্র বইপত্তর, টেস্ট পেপার, সারা বছরের কাগজপত্র, বাঁধানো খাতা, সুলেখা কালির বোতল, ব্লটিং পেপার, ম্যাপ পয়েন্টিং-এর মানচিত্র কেনার জন্য বহরমপুর গেছি। কোন সালে মনে পড়ে না, শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত 'কল্পনা' সিনেমা হলে সুশীল দত্ত আর নূতন অভিনীত 'সুজাতা' শীর্ষক একটি 'বই' দেখেছিলাম। সেই সময়ে কোনো 'ফিল্ম'-কে 'বই' এবং কিছু পরে 'ছবি' বলা হত। ক্লাস টেনের আগে আরও কিছু বাংলা; আর 'মোহন' হলে হিন্দি ছবি যেমন 'বরসাত কী রাত' দেখেছিলাম। আজ যেখানে 'সুনীতা' বস্ত্র বিপণি সেখানে ছিল 'মীরা' নামক একটি সিনেমা হল, সেখানে দেখেছিলাম 'মুঘল-ই-আজম'। দিলীপকুমার এবং মধুবালা আমাদের যৌবনাবেগের 'আইকনিক' ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 'কল্পনা'-য় অন্য একটি 'ফিল্ম' দেখেছিলাম, সেটির নাম ছিল 'শুন বর নারী'। খুব সম্ভব উত্তম-সুপ্রিয়া অভিনীত ছিল এই 'ছবিটি'। ডা. এস. এন. ভট্টাচার্য রোডে 'সূর্য'-হলে আমার জীবনে কোনও সিনেমা দেখিনি। সে সুযোগ আর কখনও হবে না। কেন না 'ফ্ল্যাট কালচার' বহরমপুরকে গ্রাস করেছে। বহুতল শহর বহরমপুরের আকাশকে ঢেকে দেবে। চাঁদ-তারা অদৃশ্য হবে। শিউলি গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়বে না। গঙ্গার তীরবর্তী বনভূমিতে ফুল ফুটবে না। এখনই অদৃশ্য হয়েছে। সাকুল্যে দশ, বারোটি ফিল্ম দেখেছিলাম। নামও মনে আছে– সেটা বলা জরুরি নয়। আদতে তারুণ্যের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কথাটিই বোঝাতে চাইলাম। আর দারুণ চমকপ্রদ সার্কাস দেখেছিলাম ক্লাস নাইন-এ ছাত্র থাকাকালীন। 'গ্রেট ইন্ডিয়া সার্কাস'। স্থানটি বহরমপুর 'ধোবঘাটি'-র পূর্বদিকে ছিল মনে পড়ে। রেবা রক্ষিত নামীয় অনিন্দ্যসুন্দর এক মহিলা তুলতুলে বিছানায় শুয়ে পড়তেন। তার বক্ষদেশের ওপর রাখা হত কাঠের পাটাতন। রুদ্ধশ্বাসে দেখলাম তাঁর শায়িত শরীরের ওপর দিয়ে চলে গেল ওজনদার একটি হাতি। তিনি জানতেন না তৎকালীন তরুণবর্গ তাঁর জন্য কীভাবে 'ফিদা' হয়ে গিয়েছিল। খোলাখুলি বলতে কী ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই শহর নিয়ে আমার আবেগতাড়িত বড় কোনও স্মৃতি নেই। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে– যদিও আমি কাতলামারি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র ছিলাম। উক্ত স্কুলটির পাশ্চাত্য রীতির স্থাপত্যকর্ম দেখে চমকিত হয়েছিলাম। স্কুলটির ইমারতি আভিজাত্য সত্যিই আজও প্রশংসনীয়। যাইহোক, বহরমপুর সম্পর্কে কোনওরকম সুদৃঢ় ধারণা না নিয়েই উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা চলে গেলাম। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম, 'কাতলামারি থেকে কলকাতা'। ১৯৭৫-এর মার্চ মাসে শহর বহরমপুরে ডেরা বানালাম। সে বড় স্বস্তি-সুখের সময় ছিল না। মনে হত 'এক অকেলা ইস শহর মে, দিল ঢুণ্ডতা হ্যায়।' মৌলানা আজাদ কলেজের বন্ধুরা, কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের বান্ধবী আর বন্ধুরা, দুটো অভিজাত সরকারি ছাত্রাবাসের সতীর্থরা 'লাপাতা' হয়ে গেল। ক্লিফ রিচার্ড, অজিত সিং, উষা আয়ারের (উত্থুপ) পার্ক স্ট্রিট নাগালের বাইরে। কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই। হৃদয় কীসের সন্ধানে আগ্রহী ছিল তাও ঠাহর করতে পারতাম না।

ব্যক্তিগত জীবনের একটি অপরিণামদর্শী, হঠকারী 'খামকাজ'– আমার জীবনকে প্রায় ধ্বস্ত করে দিয়েছিল। সেই থেকে আজ তক গাত্রোত্থান করার কোনও যথার্থ মওকা পেলাম না। সময় এবং প্রকৃতি বোধহয় উপশমের পথ দেখিয়ে দেয়। সুফি-দরবেশ অধ্যাপক রেজাউল করীম-এর নিরন্তর সান্নিধ্য আমাকে শান্ত, ধীর স্থির হতে অশেষ সহায়ক হয়েছিল। তিনি আমার বৌদ্ধিক পিতাও বটে। সে কথা তিনি নিজেই কবুল করেছেন।

শহর বহরমপুরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছু গ্রহণের আর কিছু বর্জনেরা কখনও আকর্ষণের আবার কখনও বিকর্ষণের। আর সেই সম্পর্কের সূচনা হয়েছে ১৯৭৫ সালে। শহর বহরমপুরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে সতত বহমান ভাগীরথী নদী। যেন জীবনের প্রতীক। স্থানিক পরিচয়ে গঙ্গা নদীর তীরে আমার ব্যক্তিজীবনের যাপননামাহ চলছে প্রায় আধ শতক ধরে। সে কিসসাই এই অধম বান্দার কহতব্য বিষয়। এত কিসসা কইতে হল শুধু শহর বহরমপুরকে স্মৃতিভাষ্যে নিয়ে আসার জন্যই। (চলবে)

মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানা এলাকার কাতলামারী হাইস্কুল। (ডানদিকে) কাতলামারী হাইস্কুলের নতুন ভবন।

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

৩

তৈরি হল ব্র্যাণ্ড

আমেরিকার মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের মতে ব্র্যাণ্ড বলতে এমন কোন নাম বা শব্দ বা প্রতীক বা ডিজাইন অথবা অন্য কোন ফিচার বোঝায় যা তার বিক্রেতার অভিনব বস্তু ; অন্য কোন বিক্রেতার কাছে তা পাওয়া যাবে না। পণ্যের বাজারে ব্র্যাণ্ড প্রতিষ্ঠানকে স্বাতন্ত্র্য দেয়। বোঝা যায় সেই বস্তুটি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে না।

ব্র্যাণ্ডিং পণ্য বা তার উৎপাদনকারীকে মানুষের মধ্যে এক পৃথক পরিচিতি দেয়, ক্রেতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক তৈরি করে দেয়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পৃথক স্থান দেয়।

আমেরিকার মার্কেটিং গুরু ও নানাবিধ গ্রন্থপ্রণেতা ডেভিড আকার ২০১২ সালে তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, " every person has a brand that affects how the person is perceived and whether he or she is liked or respected . This brand, he says, can be actively managed with discipline and consistency over times, or it can be allowed to drift . Modi and his marketing team showed oodles of both once he was anointed the BJP's prime ministerial candidate ."

নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁকে ব্র্যাণ্ড তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয়। তখন তিনি নিছক এক আঞ্চলিক নেতা। এক আঞ্চলিক নেতাকে জাতীয় নেতা রূপে প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ছিল তিনটি :

ক] জাতীয় স্তরে মোদির তেমন পরিচিতি ছিলনা।

খ] প্রথমবার ভোট দিচ্ছে এমন ১৫০ মিলিয়ন ভোটারের সঙ্গে ৬৩ বৎসর বয়স্ক এক প্রৌঢ়ের সংযোগ ঘটানো এবং তাদের পছন্দসই করা।

গ] ২০০২ সালে গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে কলঙ্ক মোদির মাথায় লেগে আছে, তাকে মুছে ফেলার আয়োজন করা।

তবে এ সব বাধা সত্বেও মোদির একটা সুবিধা ছিল। গুজরাট মডেলের প্রচার আগে থেকেই করা হচ্ছিল। ঢক্কানিনাদ ছিল গুজরাটের অর্থনৈতিক প্রগতির। তার সঙ্গে যুক্ত হল টাটা মোটর। পশ্চিম বঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে সিঙ্গুরে টাটা মোটর ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন হয় তার বিরুদ্ধে। নরেন্দ্র মোদি টাটাকে গুজরাটে সাদর আহ্বান জানান। এতে শিল্পবন্ধু হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। জাতীয় নেতা হবার ইচ্ছা জয়ললিতা বা নিতীশকুমারেরও ছিল কিন্তু নিজ রাজ্যের বাইরে তাঁরা তাঁদের পরিচিতি তেমন গড়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু মোদি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৫০০০ নির্বাচনী প্রচারে ও ৪৭০টি মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তরুণ ছাত্র -যুবদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি। দিল্লির শ্রীরাম কলেজ অব কমার্সে তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

সেই সঙ্গে ছিল নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের আয়োজন। মিডিয়ায় প্রচারের কৌশলের ব্যাপারটি তত্ত্বাবধান করছিলেন পীযূষ গোয়েল ও অজয় সিংহ। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন অগিলভি অ্যান্ড

ম্যাদারসের পীযূষ পাণ্ডে, ম্যাডিসন ওয়ার্ল্ডের শ্যাম বালসারা, ম্যাককান ওয়ার্ল্ড গ্রুপের প্রসুন যোশি প্রভৃতিরা। সোহো স্কোয়ার নামক বিজ্ঞাপন সংস্থা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন এবং আওয়াজ তুলেছিলেন : 'অব কি বার / মোদি সরকার।' মোদির শৈশবের কাহিনি (বাল নরেন্দ্র) তুলে ধরে বলা হচ্ছিল তাঁর অসীম সাহসের কথা। সংসারে তাঁর অনাসক্তি, তাঁর ত্যাগ ইত্যাদিরও সাড়ম্বর প্রচার ছিল। ২০০২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলঙ্কের ব্যাপারে প্রথম দিকে তাঁর সমর্থকরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তারপর তাঁরা নতুন পথ নিলেন। সে পথ বিতণ্ডার ব্যাপারে মৌনতার পথ। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মোদির নির্বাচনী টিম ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রচারে ; প্রিন্ট মিডিয়ায়, টেলিভিশনে, রেডিয়োয় তরঙ্গ বয়ে গেল বিজ্ঞাপনের ; টুইটারে, ইউটিউবে চলল লাগাতার প্রচার। বিভিন্ন বয়েসের মানুষের কাছে পৌঁছে গেল মোদির বার্তা। কংগ্রেসি শাসনের নিষ্ক্রিয়তার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের মনে এক বলিষ্ঠ, সাহসী, সৎ নেতার ইমেজ তৈরি করে দিতে পারল মোদির নির্বাচনী টিম। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক পরাঞ্জয় গুহ ঠাকুরতা বলেছেন, "The Congress is not lacking in spending power or ability to get marketing brains to campaign for it . But the biggest push for Modi has come from the overt push and advocacy of corporate leaders . It is truism that marketing cannot sell a bad product . Irrespective of the money you spend on marketing, if what you are selling fails to strike a chord in the minds of a large section of the electorate, all efforts to market Modi would be in vain . "

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক বিশ্লেষক সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ব্র্যাণ্ড মোদি কি পরীক্ষায় উতরাবে' নিবন্ধে বলেছেন যে ২০১৯ সাল থেকেই মোদি ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছেন। ২০১৯ সালের আগে মোদির মুখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, ভারতীয় জনতা পার্টি, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানির নাম শোনা যেত। ব্র্যাণ্ড হয়ে যাবার পরে মোদির মুখে শুধু শোনা যায় 'ম্যায়', মানে 'আমি', মানে 'আমি নরেন্দ্র মোদি'। সৌম্য বলেছেন, উত্তরপ্রদেশ চষে ফেললেও বড় বড় হোর্ডিংএ মোদি ছাড়া অন্য কোন বিজেপি নেতার ছবি চোখে পড়ে নি তাঁর। গুজরাটের গান্ধীনগরের প্রার্থী ছিলেন ভূমিপুত্র অমিত শাহ। তাঁর কিছু ছবি চোখে পড়েছে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজে অটলবিহারী বাজপেয়ী কিংবা লালকৃষ্ণ আদবানির ছবি দেখা যায় নি। চোখে পড়ে নি দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ছবি। ছবি তো দূরের কথা, নির্বাচনী জনসভায় নরেন্দ্র মোদি যে সব ভাষণ দিয়েছেন, সেই সব ভাষণে তাঁর দলের অতীতের দিকপালদের নামও কখনও উচ্চারিত হয় নি। যেন মোদির কাছে তাঁরা ব্রাত্য।

এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বিজেপি দলের কাছে নতুন। দলকে অতিক্রম করে সে দলে এর আগে ব্যক্তি বড় হয়ে ওঠে নি, সে চেষ্টা দেখা যায় নি অতীতে। অটলবিহারী বা আদবানিদের ব্র্যাণ্ড করারও চেষ্টা হয় নি। এতদিন ভারতীয় গণতন্ত্র ব্রিটেনের 'ওয়েস্টমিনিস্টার মডেল' অনুসরণ করে চলছিল। নরেন্দ্র মোদি তাকে নতুন রূপ দিলেন। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনকে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রূপ দিলেন। স্বাধীনতার পরে এই প্রথম ভারতের নির্বাচন একজন ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে নির্বাচনের রূপ নিল।

এ যেন 'হাম' থেকে 'ম্যায়'-এ রূপান্তর।

'ইণ্ডিয়া টুডে' সংবাদ মাধ্যমের 'ডেটা ইনটেলিজেন্স ইউনিট' পাঁচ বছর আগের মোদির কথাবার্তা ও ভাষণ পাঁচ বছরের পরের মোদির কথাবার্তা ও ভাষণ পর্যালোচনা করেছে। এর জন্য তারা ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে পাটনা, বারাণসী, দিল্লি, মিরাট, চেন্নাইএর মোদির ৫ টি ভাষণ এবং ২০১৯ সালর নির্বাচনের আগে ভাগলপুর, কেন্দ্রপাড়া, মোরাদাবাদ, পানজি ও বুনিয়াদপুরের মোদির ৫ টি ভাষণের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছে।

২০১৪ সালের ৫টি জনসভায় মোদি তাঁর ভাষণে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি উচ্চারণ করেছিলেন তা হল –'গরিব'। মোট ৫৫ বার এই 'গরিব' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। এরপরে ছিল 'কংগ্রেস' শব্দ, সেটি ৪৩ বার উচ্চারিত হয়েছে। ;কৃষক' শব্দটি তিনি ২৮ বার উচ্চারণ করেছেন, উন্নয়ন শব্দটি ২৫ বার, 'বিদ্যুৎ' শব্দটি ২১ বার, 'দারিদ্য; শব্দটি ১৯ বার ; মোদি মোট ২৮ বার গুজরাট মডেলের কথা বলেছেন, দূষণের কারণে গঙ্গানদীর নাম নিয়েছেন ২৩ বার, আর বিজেপি দলের নাম করেছেন ৩১ বার। মনে রাখতে হবে তখনও মোদি তখনও দলকে ছাপিয়ে ব্যক্তি হিসেবে বড় হয়ে ওঠেন নি। এবার ২০১৯ সালের ভাষণের কথা। ২০১৯ সালের ভাষণে মোদি নিজেকে দেশের চৌকিদার হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর ৫টি ভাষণে 'চৌকিদার'শব্দ মোট ১০৬ বার উচ্চারিত হয়েছে। ;গরিব' শব্দ ৫৫ থেকে কমে হয়েছে ৪১ বার, 'বিদ্যুৎ' ২১ থেকে কমে হয়েছে ১২ বার, 'বিজেপি' শব্দ ৩১ বার থেকে কমে হয়েছে ২১ বার। পাঁচ বছর আগে যা একবারও শোনা যায় নি, এবার সেই 'সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদী' দের কথা শোনা গেল ৩০ বার। 'মোদি' শব্দটি তিনি ব্যবহার করলেন ৪২ বার।

এই পর্যালোচনা থেকে ব্র্যাণ্ড মোদির অগ্রগমনের চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

ব্র্যাণ্ড মোদি ব্র্যাণ্ড মোদি ভক্তেরা ফুকারে।
বাজারে বিকাবে ভালো নগদে বা ধারে।।
মোদি আদি, মোদি অন্ত্য, মোদি একেশ্বর।
তাহার উপরে আছে দেবতার বর।।
দেবতার বর নয়, তিনি ভগবান।
দেশে দেশে জ্যোতি তার দেখ অনির্বাণ।।
চৌকিদার হল শেষে দিব্য বিশ্বগুরু।
শুনিয়া কেন যে তোর বুক দুরু দুরু।।
গোদি মিডিয়ার কত কারসাজি দেখেছ।
দুয়ে দুয়ে চার তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ।।
ছাগল কুকুর হয়, প্রচার কৌশল।
তার সঙ্গে যুক্ত হয় ছল আর বল।।

উত্তরবঙ্গের ভূমি পুত্র আব্বাস উদ্দিনের হাত ধরেই বাংলায় পল্লীগীতির বিস্তৃতি লাভ

সনাতন পাল

লোকগীত মানেই জীবনের আত্ম কথা আর জীবন যন্ত্রণার ব্যথা সুরের মাধ্যমে আপন ভঙ্গিতে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া। প্রাণের ব্যথা আর হৃদয়ের ব্যাকুলতা এবং যন্ত্রণার ছোঁয়ায় জীবনের ভাব বোধের নীল দিগন্তে জীবন গাঁথার পদ চিহ্ন এঁকে যাওয়া। হৃদয়ে প্রস্ফুটিত ব্যথার বকুলের গন্ধ সুরের মাধ্যমে আকাশে বাতাশে ছড়িয়ে যাওয়ার নামই হলো লোকগীতি। আবার প্রেমে কিংবা বিরহে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজস্ব তাল আর ছন্দ হৃদয়ের গভীরে পুঞ্জিভূত ভাবকে পল্লীগীতিই খুব সহজে স্পর্শ করে। পল্লীগীতির মধ্যে যেমন যন্ত্রণার্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত মানুষের মন ভবঘুরের মত ঘুরে বেরায়, তেমনি তা থেকে মুক্তি পেতে খাঁচার ভেতরে অচিন পাখিটাও ছটফট করে। তাই তো আমরা করুণ সুরে শুনতে পাই, “ খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়.....।”

পল্লীগীতিতে বোধহয় চোখে জল আনা বা হাহুতাশ করানোর চাইতে অনুতাপ ভোগই বেশি করায়। কোনো সঙ্গীত মানব হৃদয়ের আনন্দের চেয়ে যন্ত্রণাকে যদি বেশি স্পর্শ করতে পারে,তাহলে সেই সঙ্গীতই মানুষের হৃদয়ে স্থায়ীত্ব লাভ করবে, এটাই স্বাভাবিক। ‘ রসবোধ,যন্ত্রণা বোধকে হারিয়ে দেয়’- এই প্রবাদের চাইতে ‘ যন্ত্রণা বোধ কম থাকলে তবেই রসবোধের সৃষ্টি হতে পারে’- এই যুক্তিই বোধহয় অধিক শক্তিশালী। আর ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া মানব হৃদয়ের যন্ত্রণা বোধকে বেশি ভেদ করে বলেই হয়তো এই সঙ্গীত জন্ম লগ্ন থেকেই মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। এই জন্যেই হয়তো এই সঙ্গীতের মানুষের মনে দাগ কাটতে কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থাপনার দরকার হয় না। ঠিক যেমন বনাঞ্চলে গুল্ম লতাপাতা আপন ইচ্ছায় নিজে থেকেই জন্মায়, আবার আমাদের বিশেষ যত্ন ছাড়া তারা বেড়েও ওঠে।

কিন্তু পল্লীগীতি আমাদের মনে জায়গা করে নেবার ক্ষেত্রে সঙ্গীত শিল্পীদের আপন কণ্ঠস্বরের গুণাবলী অবশ্যই বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। তবে গানের কথা এবং সুর দুটোই যেন জীবন আর প্রকৃতির মাঝে থেকেই উঠে আসে। একটা সময়ে মানুষ কখনও জমিতে লাঙল দিতে দিতে, কখনও ধান লাগানোর সময়, আবার কখনও ভাটির গাঙে উজানের দিকে নৌকা নিয়ে যেতে বৈঠা চালানোর সময় আপন তালে, নিজস্ব ছন্দে ভাওয়াইয়া,পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি গান গাইতেন। বর্তমান সময়ে আদল পাল্টালেও এমনটা এখনও দেখা যায়। আধুনিক ভাবধারায় সঙ্গীত জগতে মহা আলোড়নের পল্লীগীতির অবস্থান খানিকটা বদল ঘটলেও মূল আঙ্গিককে আশ্রয় করে আধুনিক যন্ত্রপাতি সহযোগে একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। যার সাথে একাত্ম হয়েছেন শহুরে বাবুরা। পল্লীগীতি গ্রামবাংলার সেকেলে গান হলেও বর্তমান প্রজন্মের অনেক শিল্পী পল্লীগীতিকে আধুনিক ভাবধারায় গ্রামবাংলার মেঠো পথ ছাড়িয়ে সবুজ ধান খেতের মাঝের আল পথ বেয়ে শহরের রাজপথে শ্রোতার সামনে হাজির করেছেন।

এই পল্লীগীতির প্রাণ পুরুষ তথা ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দীনের জন্ম হয়েছিল উত্তরবঙ্গের মাটিতে কালজানি নদীর খানিকটা দূরে। নিজের জীবন বোধ থেকে গানের কথা সৃষ্টি করে প্রকৃতির কাছ থেকে সুর নিয়ে আব্বাস উদ্দীন যে ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি শুরু করেছিলেন পরবর্তীকালে তারই হাত ধরে সেই গান কলকাতা গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে পৌঁছায়। তারপরে দেশ ভাগের পরে উনি বাংলাদেশে চলে যান। “

কোন বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো “ এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম রেকর্ড করা গান। রেকর্ড করেছিল গ্রামোফোন কোম্পানি। এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর রেকর্ড করা গানের সংখ্যা কমপক্ষে সাত শো।

সঙ্গীতের জগতে তাঁর কোনো ওস্তাদের তালিম ছিল না। নিজের চেষ্টা এবং প্রতিভা বলে সকলের সামনে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি কিছু সময়ের জন্য ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছিলেন। ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল, চটকা, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিচ্ছেদি, দেহতত্ত্ব, মর্সিয়া, পালা গানের এই বিখ্যাত গায়ক আব্বাস উদ্দীন আহমেদ ১৯০১ সালের ২৭ শে অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর গ্রামে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে নেমে আসা ডুয়ার্সের স্যাঁত স্যাঁতে ভূমিতে এমন বনফুল ফুটেছিল, যে ফুল নিজ গুণে সারা দেশে তার নিজস্ব সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে। এ যে পাঁকে পদ্ম হয়ে ফুটে পল্লীগায়ের মানুষের হৃদয়ের নন্দন কাননে পল্লী সুরের হাত ধরে পাঁপড়ি মেলে ধরা। মেঠো পথ ধরে বেয়ে আসা তার গানের স্পর্শ গ্রাম বাংলার মানুষ পেয়েছেন। অনুন্নত পাড়া গায়ে জন্ম গ্রহণ করা এই মানুষটিই প্রথমে শহুরে বাবুদের মনে পল্লীগীতিকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

তিনি শৈশবে বলরামপুর স্কুলে শিক্ষা জীবন শুরু করেছিলেন। ১৯১৯ সালে তুফানগঞ্জ কলেজ থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯২১ সালে কোচবিহার কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন। এখানে বি এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে তিনি সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেন। পথাগত শিক্ষায় ফেল করলেও তিনি সঙ্গীত জগতে ফেল করেননি। তিনি প্রথমে ছিলেন পল্লীগায়ের একজন গায়ক। যাত্রা, থিয়েটার ও স্কুল-কলেজের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান শুনে তিনি গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং নিজ চেষ্টায় গান গাওয়া রপ্ত করেন। রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলের ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল, চটকা গেয়ে আব্বাস উদ্দীন প্রথমে সুনাম অর্জন করেন। তারপর জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিচ্ছেদি, দেহতত্ত্ব, মর্সিয়া, পালা গান ইত্যাদি গান গেয়ে জনপ্রিয় হন। তিনি তার দরদভরা সুরেলা কণ্ঠে পল্লী গানের সুর যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা আজও অদ্বিতীয়। গানের কথা আর সুর তার কণ্ঠগুণে স্বরের টান এবং কখনও গলাকে ভাঙিয়ে মনের ব্যথাকে এমন ভাবে তুলে ধরতেন যে শ্রোতা তখন নিজের মনের তৃপ্তি এবং শান্তির জন্য তাঁর সেই গানকে কখনও স্বর্ণলতার মত জড়িয়ে ধরেন আবার কখনও গানের সুরেই বটবৃক্ষের ছায়ায় বোধহয় একটু আঁচল বিছিয়ে মনকে জিরিয়ে নেন।

তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখের ইসলামি ভাবধারায় রচিত গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন। শহুরে জীবনে লোকগীতিকে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব আব্বাস উদ্দিনের, একথা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার তিনি বাংলার মুসলমান সমাজকে উদীপ্ত করেছিলেন ইসলামি গান গেয়ে। পল্লীগীতির সংগ্রাহক কানাইলাল শীলের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। আব্বাস উদ্দিন ছিলেন প্রথম মুসলমান গায়ক, যিনি আসল নাম ব্যবহার করে এইচ এম ভি থেকে গানের রেকর্ড বের করতেন। রেকর্ডগুলো বাণিজ্যিকভাবে সফল ছিল। তাই অন্যান্য হিন্দু ধর্মের গায়করা মুসলমান ছদ্মনাম ধারণ করে গান করতে থাকেন। আব্বাস উদ্দীন ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বসবাস করেন। প্রথমে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ডিপিআই অফিসে অস্থায়ী পদে এবং পরে কৃষি দপ্তরে স্থায়ী পদে কেরানির চাকরি করেন। এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীত্বের সময় তিনি রেকর্ডিং এক্সপার্ট হিসেবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন।

চল্লিশের দশকে আব্বাস উদ্দিনের গান পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে মুসলিম জনতার সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭ সালে) ঢাকায় গিয়ে তিনি সরকারের প্রচার দপ্তরে এডিশনাল সং অর্গানাইজার হিসেবে চাকরি করেন।

পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৫৫ সালে ম্যানিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সঙ্গীত সম্মেলন, ১৯৫৬ সালে জার্মানিতে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলন এবং ১৯৫৭ সালে রেঙ্গুনে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। দেশ ভাগের পরে আব্বাসউদ্দীন বাংলাদেশে চলে যাওয়ার ফলে এই কৃতিত্ব বাংলাদেশ নিলেও তাঁর গায়ে লেগে থাকা উত্তরবঙ্গের মাটির গন্ধ কে কোনো মতেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

আব্বাস উদ্দিন সম্পর্কে ফরহাদ মজহার বলেছেন, “ আব্বাস উদ্দিন কেবল গায়ক ছিলেন না, এই প্রজন্মের গায়করা যদি ভাবেন আব্বাস উদ্দিন শুধু গান গেয়ে এদেশের মানুষের মন জয় করেছেন তাহলে তা মস্ত বড় ভুল হবে। আব্বাস তার সময়কালের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে তাঁর সুরেলা কণ্ঠে ধারণ করেন। সেই কারণেই তাঁর গান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গানের কথা এবং সুর ও স্বর শ্রোতার মনকে স্পর্শ না করলে সেই গান কখনই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং আরো অনেকেই।

পাপান ও লাল গিরিগিটি

গোপা সোম

পাপানদের বাগান খানা বেশ সুন্দর, যদিও, পাপানের দেশের বাড়ীর বাগানের কাছে, কিছুই নয়। বাগানটাতে, খুব বেশী না হলেও, এমন কিছু গাছ আছে, যেগুলো সারা বছর ফুল দেয়, একটা বড় আমগাছ আর একটা পেয়ারা গাছ রয়েছে। কিছুটা জায়গা নিয়ে একটা দোলনাও আছে, পাপানের আর ওর বোনের জন্যে। পাপানের মা ফুল খুব ভালোবাসেন বলে, বাড়ীর সামনে, মরশুমী ফুলের একটা ছোট বাগিচাও আছে, বেশ খানিক জায়গা নিয়ে। সেখানে থরে থরে বাহারী ফুল ফুটে থাকে, কত না রঙের ফুল। পাপানের মা নিজের হাতেই গাছ লাগান, জল দেন, সার দেন আর আগাছা পরিষ্কার করেন। তিনি নিজে হাতেই গাছের পরিচর্যা করতে ভালোবাসেন। নিজের হাতের কাজেই তিনি তৃপ্তি পান। পাপানের মায়ের বাগান করা একটা সখ। বাগানে বহু রঙ বেরঙের প্রজাপতি, মৌমাছি আসে, ফুলের মধু খেতে। পাপানের খুব ভালো লাগে।

তিতলি ওই বাগানে ঘুরে বেড়ায়, ফড়িং আসে, ফড়িং ধরতে চায়, পাপান, বলে, ফড়িং ধরতে নেই, ফড়িং ধরলে হাতে ঘা হয়, তিতলি আর ফড়িং ধরার শখ করে না। পাপানদের বাগানের সামনে আবার একটা বড় ফাঁকা জমি অনেকদিন ধরেই পড়ে আছে, ওই জমিতেও তিনটে বিশাল বড় রাধাচূড়া গাছ হয়েছে। পাপান শুনেছে ওর মায়ের কাছে, ওর জন্মের আগে গাছগুলোর নাকি জন্ম। ওই খানে ছোট-বড় বহু গিরগিটি ঘুরে বেড়াত, এখনোও বহু গিরগিটির আস্তানা ওই জমিটাতে। পাপানের মনে আছে, পাপান ছোটবেলায় গিরগিটি খুব ভয় পেত। পাপান বড় হয়ে ওর মায়ের কাছ থেকে জেনেছে, পাপান ওর বাবার সাথে যখন বেড়াতে যেত, গিরগিটি দেখলেই, ওর বাবাকে বলত, কোয়ে, কোয়ে, কোয়ে....., অর্থাৎ কোলে নিতে। ওর বাবার কোলে চড়েই নির্ভয়ে তখন নিজের মুখ, গলা, প্রসারিত জিভ ছুঁয়ে বলত, গিরগিটির মুখ লাল..., গলা লাল..., জিভ লাল.....

জমিটাতে, রাধাচূড়া গাছগুলো নিভৃতে, নিজের মত করেই বেড়ে চলেছে, প্রকৃতির কোলে। কাউকেই ডাল ছেঁটেও দিতেও হয় না, কোনোরকম যত্ন ও করতে হয় না। গ্রীষ্মের সময়ে, গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুলে এদের প্রায় সব শাখা প্রশাখা ছেয়ে যায়। গাছতলায় অসংখ্য হলদে পাঁপড়ি পড়ে থাকে, মনে হয়, কে যেন গাছের গোড়ায় হলদে রঙ দিয়ে, জমিটাকে রঞ্জিত করে দিয়েছে, প্রতি বৈশাখেই এমনটা হয়। একটু জোরে হাওয়া দিলে, গোছা গোছা ফুল নিয়ে, ডাল গুলো ভীষণ জোর জোর এলোমেলো ভাবে দুলতে থাকে, তখন খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আর কালবৈশাখীর ঝড়ে তো বহু বড় বড় ডাল ভেঙে পড়ে যায়, পথের পরেও কখনো কখনোও এসে পড়ে, পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, পাপানদের বাগানে, গাছের কত পাতা ফুল সব উড়ে এসে পড়ে। এত ডাল ভেঙে পড়া দেখে, পাপানের খুব কষ্ট হয়, কত কষ্টে তিলতিল করে গাছ তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, কুঁড়ি, ফুল ধারণ করে, আর এক মুহূর্তে সব শ্রম ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিছু করার ও থাকে না। এই তো প্রকৃতির খেলা। গ্রীষ্ম চলে গেলে, যখন বর্ষা আসে, তখন গাছ গুলোতে পড়ে থাকে অগুনতি ফল । বর্ষার বারিধারায় গাছের ডাল পালা গুলো যেন খুব হেলে দুলে, মনের আনন্দে অবগাহন করে। ঋতুচক্রে শরত, হেমন্ত এলে আবার, গাছগুলোকে কেমন যেন ম্রিয়মাণ মনে হয়, ফুল ফল বিহীন গাছেরা যেন নীরস জীবন কাটায়, ডালে ডালে কোথাও দু-একটা ফল থাকলেও সংখ্যায় নিতান্তই কম। এরপর যখন নিদারুণ শীত আসে, গাছের বৃদ্ধি কমে আসে, শীতের রুক্ষ হাওয়ায়, গাছের পাতা ঝরতে থাকে, গাছ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু, প্রকৃতিতে ঋতুরাজের আগমনের সাথে সাথেই, গাছের শাখায় শাখায় ফের নতুন কচি পাতা দেখা দেয়, ধীরে ধীরে গাছগুলো ঘন সবুজ পাতায় ঢেকে যায়। গাছে কুঁড়ি আসে, ফুল হয়, তখন, গাছগুলো যেন প্রাণ ফিরে পায়। প্রকৃতির এই লীলা খেলা, পাপান বেশ উপভোগ করে।

এইরকমই কোনো এক বৈশাখ মাসের একদিন সকালে পাপান ঘুম থেকে উঠে দেখে, আকাশে কালো মেঘ, রোদ নেই। ক’দিন ধরেই খুব গরম পড়েছে, ৪২ ডিগ্রী তাপমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। খবরের কাগজে, টিভি, রেডিওতে একটাই সতর্কবার্তা, তাপ প্রবাহ চলবে বেশ কয় দিন ধরে, মানুষ জনদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ জন সবাই গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন, সবার মুখে একটাই কথা, কবে বৃষ্টি হবে, কবে পৃথিবী ঠান্ডা হবে। পশু পাখিদেরও কষ্টের শেষ নেই, জলাভাবে, কত পশু,পাখি ঝিমিয়ে পড়ছে। যাই হোক, সেদিন সকালে চড়চড়ে রোদের পরিবর্তে, আকাশে কালো মেঘ দেখে, পাপানের বেশ ভালোই লাগছে। যদি বা বৃষ্টি আসে। পাপানের মনটা খুব উদাস লাগছে, পড়ার ঘরে গিয়ে পাপান, জানালার কাছে বসে পড়লো। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। একটু অন্যরকম পরিবেশ।

এমন সময় পাপান লক্ষ্য করে, যে গাছগুলোর কথা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম, তাদেরই মধ্যে কোনো এক গাছের গোড়ায় কয়েকটা পাখি খুব নাচানাচি করছে, পাপানের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই ওদিকে গিয়ে পড়ল। গাছটার গোড়া থেকে, কতগুলি কচি ডাল বেরিয়েছে, তাতে নতুন নতুন কচি সবুজ পাতা, বেশ ছোটোখাটো একটা ঝোপের আকার নিয়েছে। পাপান দেখে, একটা হাঁড়িচাচা পাখি মাটিতে বসে আছে, লাফিয়ে লাফিয়ে কি করছে, এরপর হাঁড়িচাচা হঠাৎ করে, ঝোপের ভেতর চলে গেল, আর দু একটা বুলবুল পাখি, ঐ ঝোপের কাছ দিয়ে বারবার ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে আর ঘুরপাক খেয়ে উঁচু গাছের ডালে বসছে। আবার নামছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, আবার উঁচু ডালে গিয়ে বসছে। পাপানের ব্যাপারটা খুব তাজ্জব লাগে। পাপান সব কাজ ফেলে রেখে, ওই দিকেই মন দিয়ে চুপটি করে বসে থাকে, প্রথমে ভাবে, পাখিরাও কি লুকোচুরি খেলে? এইরকম ভাবে বেশকিছুক্ষণ চলার পর, পাপান দেখে, মূর্তিমান হাঁড়িচাচা, ঝোপের থেকে বেরিয়ে এলো, আর কি একটা নিয়ে বেশ ব্যস্ত ! ঠোঁট দিয়ে দিয়ে কি একটা টানছে, পাপান ভাবে, সাপ, পাপানের খুব ভয় করে, পাপানের মন উতলা হয়ে ওঠে, ভাবে কাকে বলবে, পাখিটাকে সরিয়ে আনতে, সাপ যদি হাঁড়িচাচাকে কামড়ে দেয়, কি হবে, এই ভেবে। ভালো করে চোখ কচলে পাপান দেখে , না সাপ না, আসলে এত রাধাচূড়া ফুলের দল পড়ে আছে জমিতে, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তা হলে ওটা কি? একবার ভাবলো পাখির ছানা, পড়ে গেছে বা,মনটা কেমন উতলা হয়ে গেল পাপানের। পাপান ভাবতে থাকে, পাখির ছানা গাছ থেকে পড়ে গেছে হয়তোবা, কাকে বলবে ছানাটাকে উঠিয়ে দিতে, এসব ভাবছিল বসে পাপান। তারপর একটু সামনের দিকে যেই না হাঁড়িচাচা এসে পড়েছে, অমনি, পাপান বুঝতে পারে, ছানাও নয়, সাপ ও নয়, এ যে একটা গিরগিটি, লালচে রঙের গলা দেখে বুঝতে পারলো। হাঁড়িচাচা কয়েকবার ঠুকরে ঠুকরে, গিরগিটিটা কে মেরে ফেললো, বেশ কিছুক্ষণ ধরে, ওখানে বসে থেকে ঠুকরে ঠুকরে কি খেলো! পাখির পেট কতটুকুই বা, একটু পরেই, ঝাঁ করে কোথায় উড়ে চলে গেল।

অণুগল্প

ছড়া-ছড়ি

আমার বসন্ত সারাবেলা

মমতা মজুমদার

এসেছে আজ হৃদয় দুয়ার খুলে
মন যে উড়ে বেড়ায় কচি পাতার খামে।
বাড়ন্ত বয়সটা ক্রমাগত ছোট হয় যেন
ঘুড়ি হয়ে উড়ে উড়ে বেড়ায় দেশান্তরে।
এখনো সকাল হয় যেন শিউলি তলায়
একমুঠো ঝরা ফুলের গেঁথে যাই মালা।
ঘাসের ডগায় ফড়িং নেচে হয়েছে উতলা
রোদ্দুরে বসেছে দেখি প্রজাপতির মেলা।
শরৎ মেঘের এক গোধূলি বিদায় বেলায়
মনটা যে গোপনে কেঁদেছে তার মায়ায়।
কুয়াশা নামলো সবুজ ঘাসে হেসে খেলে
মন যে বসে না আজ উড়ে যায় দূর মাঠে।
আমার গাঁয়ে হিজলের শাখায় এসো তবে
পাখির মত খেলে যাবো এগাছ ওই গাছে।
পাতার বুকে আমিও যে নেচে নেচে ওঠে
দশ্যি বালিকার মত ভুলে যাই এ নিজেকে।
আমার বসন্ত সারাবেলা মন বলে যায় হেসে
যড়ঋতুর সাথে দেখা হয় রোজ ভালোবেসে।

শীত সজ্জা

রুশো আরভি

হিমেল হাওয়া এল ছুটে বয়ে গেল সোনার গাঁয়,
ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দু ছুঁয়ে গেল তোমার পায়।
শুকনো পাতা গেল ঝরে ঝিকমিকিয়ে উঠল ঝিল,
পৌষ শীতের করুণ সুরে উড়ে গেল শঙ্খচিল।
সরষে ফুলের হলুদ আভায় ভরছে সকল মাঠঘাট,
ধানের গোলায় স্বপ্ন আজই সফল মনের সুখের হাট।
দিকভোলা ওই নয়া মাঝি ফিরল যখন তীরে,
নানা রঙের অচিন পাখি ফিরল সেথায় নীড়ে।
সারি সারি খেজুর গাছে মিষ্টি রসের হাঁড়ি,
পিঠাপুলির হিরিক জাগে গ্রাম বাংলার বাড়ি।
রাখালিয়া বাশের বাঁশি উঠল আজই বেজে,
নানান রঙের ফুলে ফলে শীত এল রে সেজে।

ফোনের নেশা

কোমল দাস

ফোনে নিজের ছবি দেখে
বিড়াল বলে ম্যাও...
জলদি করে খোকন তুমি
ফোনটা আমায় দ্যাও।

ঠিক তখনই কুকুর বলে
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ,
আর কখনও অকারণে
ফোন ধরো না কেউ।

মনের ভুলেও বেড়াল তুমি
ধরো না ওই ফোন,
ফোনের নেশায় জগৎ মাতাল
মাতাল শিশু মন।

খোকন

কনক কুমার প্রামানিক

খোকন যায় মাছ ধরতে
সাথে বিশাল ছিপ,
নদীতে খোকা ধরবে মাছ
বসে মাঝ দ্বীপ।

টপাটপ মাছ ধরে খোকা
মজার টোপ গেঁথে,
ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে
খাবে যে একসাথে।

পুঁটিমাছ ধরছে খোকন
মাছ ধরায় শখ,
নিমিষে ফাতনা যায় ডুবে
শিকার টপাটপ।

বাজপাখির চোখটা তার
দৃষ্টি যে প্রখর,
শৈশবকাল খোকার হয়
আনন্দ মুখর।

স্রষ্টার সৈনিক

রাজীব হাসান

গাজার শিশুর সাহস দেখে
থমকে গেছি আমি
অন্যায় রুখে দেখিয়ে দেয়
তাদের ঈমান দামি।

গোলার শব্দে হাসছে তারা
শহীদ হবার আশায়
তাই তো তারা শত্রুর সামনে
বুকটা রক্তে ভাসায়।

স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস অঢেল
তাই লড়ে যায় দৈনিক
তারাই বীর আর তারাই স্রষ্টার
ন্যায়ের পথের সৈনিক।

দেশবাসী

সাঈদুর রহমান

ভাল্লাগেনা কিছু এখন
রাস্তাঘাটে আগুন,
দেশের মধ্যে শান্তির জন্য
দেশবাসিরা জাগুন।

ভয়ভীতিতে চলছে জীবন
কখন যে হয় মরণ,
কেন এত দাঙ্গাবাজি
হয়না তাদের স্মরণ?

দেশটা এখন রক্ত সাগর
লাশে ভরা নদী
কী এমন মায়া লাগায়
মরা কাঠের গদি।

সবার জন্য চিন্তা করে
কী করা যায় দেখুন,
মানুষ হয়ে মানুষের মতো
গাইড লাইন লেখুন।

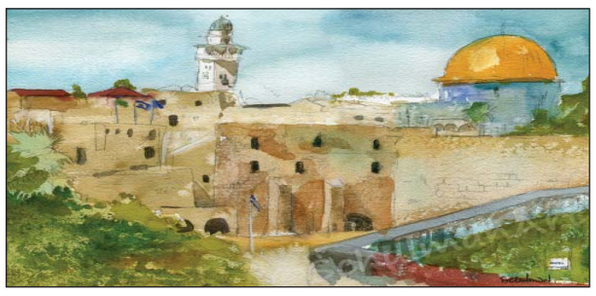

সভ্যতার শান্তিকামী জল্লাদ

জুলফিকার আলি মিদ্দে

মানবাধিকারের কফিনে শেষ পেরেক পুঁততে ব্যস্ত
সভ্যতার শান্তিকামী জল্লাদ।
থামবেনা, সে নাকি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ.....
জানিনা, হিরোশিমার ছবি আঁকতে চায় কিনা!

শূলে চাপানোর আদিম জল্লাদ কেউ বেঁচে থাকলে
সেও বুঝি আঁতকে উঠতো
মৃত্যু মিছিলে হাঁটা
শত সহস্র কুসুম কাফন দেখে।

তবে জয়তুন ও জলপাই এর নিষ্পাপ শিশুরা
ফসফরাসের আগুনে পুড়ে ছাই হলেও
কাফনের গায়ে এঁকে দেয় একটি প্রশ্ন চিহ্ন
বিশ্ববিবেকের কাছে----
ওরা কি তাহলে শিশু-সন্ত্রাসবাদী?

অধরা শশী

নুশরাত রুমু

কার্তিকের শেষে, জোছনার বেশে
ওগো শশী! তুমি দিও না আলো
প্রেম জাগে না মনে অভিযোগের ক্ষণে
পূর্ণিমা আমার লাগে না ভালো।

কালো দাগের মাঝে বেদনা যে বাজে
রূপোলী থালার চাঁদে
চুপিসারে ওরে, শীত এল দোরে
মনটা বেঘোরে কাঁদে।

নারকেল শাখা ঝিকিমিকি বাঁকা
লুকোচুরি খেলে যায়
আমি দেখে হাসি, আঁখি জলে ভাসি
শশী, অধরাই থেকে যায়।

বড় জয়ে শীর্ষে ফিরল পিএসজি

আপনজন ডেস্ক: আগের ম্যাচেই জোড়া গোল করেছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে গতকাল মপেঁলিয়ের বিপক্ষে নিষ্প্রভ ছিলেন ফরাসি এই ফরোয়ার্ড। অবশ্য এতে জয় পেতে কোনো সমস্যা হয়নি পিএসজি। ৩-০ গোলের দারুণ জয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে লুই এনরিকের দল।

একটি করে গোল করেছেন লি কাং, ওয়ারেন জাইরে-এমেরি ও ভিতিনহা।

আলো ছড়িয়ে জেতা ম্যাচটাকেই মৌসুমের সেরা ম্যাচ হিসেবে বলছেন কোচ এনরিকে,'পার্ক দ্য প্রিন্সেসে মৌসুমের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স করেছে ছেলেরা। ইতিবাচক দিক হচ্ছে ছেলেরা উন্নতি করছে।'

ম্যাচের ১০ মিনিটে লি কাংয়ের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। ৫৮ মিনিটে জাইরে-এমেরি এবং ৬৬ মিনিটে বদলি নামা ভিতিনহা দলের ব্যবধান বাড়ান। ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট পিএসজির। এক ম্যাচ কম খেলে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নিস।

এবার মেসি-সুয়ারেজ জুটি দেখা যাবে যুক্তরাষ্ট্রে

আপনজন ডেস্ক: গুঞ্জনটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল।

লিওনেল মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতে আবার জুটি গড়বেন লুইস সুয়ারেজ। এবার মায়ামির সঙ্গে সুয়ারেজের চুক্তির শর্তে একমত হওয়ার খবরও সামনে আসল। খবরটি জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন। খবর সত্যি হলে আগামী মৌসুমে একসঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে খেলতে দেখা যাবে মেসি-সুয়ারেজকে।

গত মাসে সুয়ারেজের বর্তমান ক্লাব গ্রেমিও ছাড়ার কথা নিশ্চিত করেছিলেন ক্লাবটির বর্তমান কোচ রেনাতো গাউচো। তিনি সে সময় জানান ব্রাজিলিয়ান সিরি 'আ'র মৌসুম শেষ করেই ক্লাব ছাড়বেন সুয়ারেজ। যদিও উরুগুইয়ান তারকার দুই বছরের চুক্তির অর্ধেকটা এখনো বাকি।

গত ডিসেম্বরে দুই বছরের জন্য গ্রেমিওর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন সুয়ারেজ। এদিকে ইএসপিএন জানিয়েছে, মায়ামির সঙ্গে এক বছরের চুক্তিটি পরে আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগ থাকবে সুয়ারেজের। মেসি ছাড়াও মায়ামিতে পুরোনো দুই সতীর্থ জর্দি আলবা এবং সের্হিও বুসকেতসকে পাবেন লিভারপুলের সাবেক স্ট্রাইকার। এর আগে বার্সেলোনায় দুর্দান্ত এক জুটি গড়েছিলেন মেসি-সুয়ারেজ। এ জুটিতে একাধিক শিরোপাও জেতে বার্সা। ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মেসি-সুয়ারেজ জুটি ৪টি লা লিগার সঙ্গে ১টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপাও জিতেছিল। শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে মেসি-সুয়ারেজের। ছুটি পেলেই দুই বন্ধু মিলিত হন পরিবারসহ, একসঙ্গে ঘুরতেও যেতেন তাঁরা। তাই মেসি মায়ামিতে যাওয়ার পর থেকেই সুয়ারেজকে নিয়ে শোনা যাচ্ছিল সেখানে নাম লেখানোর গুঞ্জন। গত জুনে অবশ্য মায়ামিতে যাওয়ার খবর উড়িয়ে দিয়েছিলেন সুয়ারেজ নিজেই। তখন তিনি বলেছিলেন, 'এটা অসম্ভব। আমি গ্রেমিওতে খুব ভালো আছি।

ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইটেশন মাস্টার অ্যাথলেট মিট বহরমপুরে

রঙ্গিলা খাতুন● বহরমপুর

আপনজন ডেস্ক: বহরমপুর স্টেডিয়ামে বেঙ্গল মাস্টার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ষষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইটেশন মাস্টার অ্যাথলেট মিট "২০২৩ অনুষ্ঠিত হল শনিবার।

জানা গিয়েছে এই অ্যাথলেটিক শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৩৫ বছরের উর্ধ্বে ৬৫০ প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করেন। বয়স্ক মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। গণেশ বাবু জানান এখানে শ্রীলংকা বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট ৮ টি স্টেট এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূল সভানেত্রী শাওনি সিংহ রায় সহ অন্যান্য অতিথি এবং আগত প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী বৃন্দ। গণেশ চন্দ্র সরকার তিনি জানান আর ২৮৯ টি ইভেন্ট এর মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান দুদিনব্যাপী চলবে।

পাকিস্তান জেতার ফলে সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: বেঙ্গালুরুতে আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তান বৃষ্টি আইনে ২১ রানে জেতায় সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার। ভারতের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল প্রোটিয়ারা।

৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আগেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারত। সমান ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট, অবস্থান দুইয়ে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চার দল খেলবে সেমিফাইনালে এবং এই শীর্ষ চার থেকে নেমে যাওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই দক্ষিণ আফ্রিকার।

শীর্ষে থাকা ভারত ও দুইয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার পর পয়েন্ট তালিকার পরের চারটি দলের অবস্থানে তাকানো যাক।

অস্ট্রেলিয়ার হাতে আছে ৩ ম্যাচ (অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচের আগপর্যন্ত)। ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান তিনে। প্যাট কামিন্সের দল বাকি ৩ ম্যাচ জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে ১৪। চারে থাকা নিউজিল্যান্ড ও পাঁচে থাকা পাকিস্তানের হাতে আছে আর ১টি করে ম্যাচ। ১০ পয়েন্টের বেশি অর্জন করতে পারবে না এ দুটি দল। ছয়ে থাকা আফগানিস্তানের সংগ্রহও ৭ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট। বাকি দুই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া।

আফগানিস্তান উভয় ম্যাচে জিতে ১২ পয়েন্ট করে ফেললেও দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো বিপদ হবে না। কেননা, তখনো পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারের মধ্যেই থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখল পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের জন্য জয়ের লক্ষ্যটা ছিল বেশ বড়। ৫০ ওভারে ৪০২ রান। বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকায় যা একপর্যায়ে নেমে আসে ৪১ ওভারে ৩৪১ রানে। কিন্তু আরেক দফা বৃষ্টি নামায় এই খেলাও হয়নি।

তবে বৃষ্টির আগে নিজেদের কাজটা ভালোমতোই এগিয়ে রেখেছিলেন ফখর জামান-বাবর আজমরা। আর এগিয়ে থাকাতেই বৃষ্টি আইনে ২১ রানে ম্যাচ জিতে গেছে পাকিস্তান। টুর্নামেন্টে এটি বাবরদের চতুর্থ জয়। এ জয়ে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের আশা বেঁচে রইল পাকিস্তানের। হেরে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের সম্ভাবনাও অবশ্য মিলিয়ে যায়নি। দুই দলেরই ৮ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট। রান রেটে এগিয়ে থাকায় পয়েন্ট তালিকায় নিউজিল্যান্ড চারে, পাকিস্তান পাঁচে। সমান পয়েন্ট নিয়ে আফগানিস্তান নেমে গেছে ছয়ে।

বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার আগপর্যন্ত পাকিস্তানের সামনে ছিল রেকর্ড রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ। বিশ্বকাপে সাড়ে তিন শর বেশি রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড নেই, কিন্তু ওভারপ্রতি ৮-এর বেশি রান তুলে ৪০১ পেরিয়ে যেতে হতো বাবরদের। আর সেটি করা না গেলে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যেত আজই।

এমন অসীম চাপের রান তাড়ায় দ্বিতীয় ওভারেই কেইন উইলিয়ামসনের দারুণ ক্যাচের শিকার হন আবদুল্লাহ শফিক। তিনে নামা বাবর আর ফখর জামান প্রথম দিকে দেখেশুনে খেলায় মনোযোগ দেন। তবে রান রেট বেড়ে যেতে থাকায় খুব বেশি ওভার ঝুঁকিবিহীন শট খেলার সুযোগ ছিল না। পঞ্চম ওভার ট্রেন্ট বোল্টকে চার ও ছয় মেরে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের শুরুটা করেন ফখর। একই ওভারে চার মেরে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটে যোগ দেন বাবরও। এই জুটিই পাকিস্তানের রান অষ্টম ওভারে ৫০ আর ১৫তম ওভারে ১০০-তে নিয়ে যান। ২০তম ওভারের মধ্যে ব্যক্তিগত শতক পূর্ণ করে নেন ফখরও। ৬৩ বলে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পথে ছয়ই হাঁকান ৯টি। রান তাড়ায় পাকিস্তান যখন ভালো ছন্দ পেয়ে গেছে, তখনই বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। দুই ঘণ্টা খেলা বন্ধের পর যখন শুরু হয়, পাকিস্তানের সামনে পরিবর্তিত লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪১ ওভারে ৩৪১ রানের। ফখর-বাবর মিলে ৪ ওভারে ৪০ রান তুলে নেওয়ার পর আবারও বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় পাকিস্তানের রান ছিল ২৫.৩ ওভারে ১ উইকেটে ২০০, যা ডিএলএস পদ্ধতি অনুযায়ী নিউজিল্যান্ডের ২১ রান বেশি। ফখর অপরাজিত ৮১ বলে ১২৬ রানে, বাবর ৬৩ বলে ৬৬ রানে। শেষ পর্যন্ত খেলা আর শুরু না হওয়ায় ২১ রানেই ম্যাচ জিতে যায় পাকিস্তান। বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ৪০০ রান তুলেও নিউজিল্যান্ডকে মাঠ ছাড়তে হয় হার নিয়ে। এ নিয়ে সর্বশেষ চার ম্যাচেই হারল কিউইরা।

অথচ রাচিন রবীন্দ্রের তৃতীয় শতক (১০৮) আর চোট কাটিয়ে ফেরা উইলিয়ামসনের ৯৫ রানের ইনিংসে ভর করে ভালো সংগ্রহই গড়েছিল নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেটে এ দুজন যোগ করেন ১৪১ বলে ১৮০ রান। ১১ থেকে ৪০-মাঝের এই ৩০ ওভারে এ দুজনের সৌজন্যে ৩ উইকেটে ২৪১ রান তোলে নিউজিল্যান্ড, যা এবারের আসরে দলটির সর্বোচ্চ। শেষ ১০ ওভারে গ্লেন ফিলিপস আর মিচেল স্যান্টনারদের সৌজন্যে যোগ হয় আরও ৯৪ রান।

বৃষ্টির কারণে বেঙ্গালুরুতে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ পুরো ওভার খেলা হতে পারেনি

বৃষ্টির কারণে বেঙ্গালুরুতে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ পুরো ওভার খেলা হতে পারেনিএএফপি

দিন শেষে ব্যাটিংয়ের এই অর্জন নিউজিল্যান্ডের রান রেটেই শুধু বাড়াতে পেরেছে। ম্যাচ জিতে দুই পয়েন্ট নিয়ে গেছে পাকিস্তান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

নিউজিল্যান্ড: ৫০ ওভারে ৪০১/৬ (রবীন্দ্র ১০৮, উইলিয়ামসন ৯৫, মিচেল ৪১, চ্যাপম্যান ৩৯; ওয়াসিম ৩/৬০)।

পাকিস্তান: ২৫.৩ ওভারে ২০০/১ (ফখর ১২৬*, বাবর ৬৬*; সাউদি ১/২৭)।

ফল: পাকিস্তান ২১ রানে জয়ী (ডিএলএস পদ্ধতি)

ম্যাচসেরা: ফখর জামান

রবার বল প্রতিযোগিতা হাসিমপুরে

মোমিন আলি লস্কর● জয়নগর

আপনজ: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বহড়ুক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত অধিনে হাছিম পুর গ্রামের হাছিম পুর কল্যাণ সংঘের পরিচালনায় ৫২ তম বর্ষ রবার বল প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন জয়নগর লোকসভার কেন্দ্রের দুই বারের সাংসদ শ্রীমতি প্রতিমা মন্ডল প্রথমে আতজবাজি ও রবার বল পায়ে কিক করে শুভ উদ্বোধন করেন।

তিনি বলেন আমি জয়নগর কেন্দ্রের দুই বার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি , কিন্তু এবছর আমাকে আমন্তন করেছেন।আমি হাছিম পুর কল্যাণ সংঘের উপস্থিত হতে পেরে খুব খুশী হয়েছি।খান জিয়ারুল হক বলেন – জয়নগর কেন্দ্র, কুলতলী, বারুইপুর পূর্বের কেন্দ্রের থেকে এখানে সবাই খেলা দেখতে এসেছে।আজ হাছিম পুরে ৫২তম রবার বল প্রতিযোগিতা এসে আমি উপলব্ধি করছি হাছিম পুর মানুষ তথা জয়নগরে মানুষ সব বিভেদ হিংসা বিদ্বেষ ভুলে এলাকার ঐতীর্য কে ফুটিয়ে তুলেছে।তাই আমি সবাইকে ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রের দুই বার নির্বাচিত সাংসদ শ্রীমতি প্রতিমা মন্ডল, দুইবার জেলাপরিষদের নির্বাচিত খান জিয়ারুল। বহড়ুক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চয়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর,উপ-প্রধান সহ সমাজ সেবিক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, সুদীপ মন্ডল সহ একাধিক সাংবাদিক কে সংবর্ধনা করলেন বহড়ুক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চয়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর সহ হাছিম পুর কল্যাণ সংঘের বিশিষ্ট গুরুজন এবং সদস্যগনেরা।

ফিলিস্তিনের পক্ষে পোস্ট দেওয়ায় ডাচ ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল জার্মান ক্লাবের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়ায় ডাচ উইঙ্গার আনওয়ার আল গাজির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে জার্মান ক্লাব মেইঞ্জ। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ খবর নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফিলিস্তিনের পক্ষে পোস্ট দেওয়ার কারণে গত ১৭ অক্টোবর বরখাস্ত করা হয় আল গাজিকে। পরে অবশ্য সেই পোস্টটি মুছে ফেলেন ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এরপর গত সোমবার তাঁর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেওয়া হয়। কিন্তু বুধবার আবারও একই ইস্যুতে নতুন করে পোস্ট দেন আল গাজি। যে কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তিই বাতিল করেছে ক্লাবটি।

এক বিবৃতিতে ক্লাবটি জানায়, 'এফএসভি মেইঞ্জ তাৎক্ষণিকভাবে শুক্রবার আনওয়ার আল গাজির সঙ্গে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিচ্ছে। খেলোয়াড়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে পোস্ট এবং মন্তব্য করেছে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্লাব এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।'

চুক্তি বাতিলের ঘটনায় নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আল গাজি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় এই ডাচ ফুটবলার লিখেছেন, 'যা সঠিক তার পক্ষে দাঁড়ান। এমনকি আপনাকে যদি একা দাঁড়াতে হয় তবু।' এরপর 'স্টপকিলিং' হ্যাশট্যাগ দিয়ে আল গাজি আরও লিখেছেন, 'গাজার নিরপরাধ ও বিপন্ন মানুষগুলোর নরক-যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করলে আমার জীবিকা হারানোর ক্ষতি কিছুই নয়।'

এর আগে গত সোমবার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সময় ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'ক্লাবের মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখা, অনুশোচনা বোধ করা এবং ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ কাজে লাগানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আনওয়ার আল গাজি আবার অনুশীলনে ফিরে আসবে এবং মেইঞ্জের ক্লাব-সম্পর্কিত কার্যক্রমে আবার যুক্ত হবে।'

কিন্তু বুধবার আবার আগের অবস্থানে অটল থাকার কথা জানান আল গাজি। যেখানে তিনি সবাইকে সন্দেহ দূর করতে বলেন এবং ২৭ অক্টোবর দেওয়া পোস্টটিই তাঁর চূড়ান্ত অবস্থান বলে মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি লিখেছেন, 'আমি যুদ্ধ এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে। আমি নিরীহ বেসামরিক মানুষকে হত্যার বিরুদ্ধে। আমি সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। আমি ইসলামভীতির বিরুদ্ধে। আমি ইহুদিবিদ্বেষী বিরুদ্ধে। আমি গণহত্যার বিরুদ্ধে। আমি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। আমি দখলদারত্বের বিরুদ্ধে। আমি নিপীড়নের বিরুদ্ধে।' এ সময় গাজায় তিন সপ্তাহে ৩ হাজার ৫০০ শিশু হত্যার কোনো বৈধতা হয় না বলেও মন্তব্য করেছেন আল গাজি।

২৭ অক্টোবর দেওয়া পোস্টে গাজি লিখেছেন, 'আমি ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলে নিরীহ বেসামরিক লোকদের হত্যার নিন্দা জানাচ্ছি। জাতীয়তা যাই হোক, এই সংঘাতে নিহত সব নিরীহ মানুষের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে।' এ সময় মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও সংহতি চাওয়ার কথা বলেন আল গাজি।

শেষ পর্যন্ত হার্দিক পান্ডিয়া ছিটকেই গেলেন

আপনজন ডেস্ক: অ্যাঙ্কেলের চোট সারিয়ে বিশ্বকাপে ফেরা হলো না হার্দিক পান্ডিয়ার। এই চোটে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন ভারতের অলরাউন্ডার। বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে চার ম্যাচ খেলেছেন পান্ডিয়া। চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে চোট পেয়েছিলেন অ্যাঙ্কেলে।

এরপর চোট খুব একটা গুরুতর নয় শোনা গেলেও বাস্তবে ভিন্ন ঘটনাই দেখা গেল। সেই চোট সারিয়ে সময়মতো সেরে উঠতে পারেননি পান্ডিয়া। তাঁর বদলি হিসেবে বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েছেন পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা। বিশ্বকাপের টেকনিক্যাল কমিটি ভারত দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন দিয়েছে।

পুনেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে বোলিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন পান্ডিয়া। বোলিংয়ের ফলো-থ্রুতে পা দিয়ে বল ঠেকাতে গিয়ে এই চোট পেয়েছিলেন। স্ক্যান করানোর পর প্রথমে পরের দুই ম্যাচে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তখন জানানো হয়েছিল, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ফিরতে পারেন পান্ডিয়া।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, পান্ডিয়ার এই চোট স্রেফ পা মচকে যাওয়া এবং গুরুতর কিছু নয়। লক্ষ্ণৌ (ইংল্যান্ড) ম্যাচের আগেই তাঁর ফিট হয়ে যাওয়া উচিত। আর এ কারণে তাঁর বিকল্প হিসেবে কারও নাম ঘোষণার কোনো পরিকল্পনা নেই তাদের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**